AL-BALAGH 1439 | 2017 | ISSUE 6
পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব
আল বালাগ
البلاغ

সূচী

মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তাওহীদের এক পতাকা তলে

● মুসলিমদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা ব্যতীত পৃথিবীর ইঞ্চি পরিমাণ ভূখণ্ডে বেঁচে থাকার অধিকার যাদের নেই; কুফর-শিরকে নিমজ্জিত সেই জালিম সীমালঙ্ঘনকারীরা আজ মুসলিমদেরকে গণহারে হত্যা করে চলছে। মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করে আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠেছে। মুসলিমদেরকে তাদের ভিটে-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। শুধু বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরাই নয়; বরং সমস্ত কাফেরগোষ্ঠী ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের ভয়ংকর রূপ প্রকাশ করে দিয়েছে। মুসলিম নিধনে পরস্পরকে সহায়তা করতেই তারা সদা-সর্বদা বদ্ধপরিকর। আরাকান ইস্যুতে এ বাস্তব সত্যই পুনরায় প্রত্যক্ষ করছে মুসলিম উম্মাহ। চীন, ভারত, ইসরাইল, জাপান, রাশিয়া ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারী আমেরিকাসহ সমস্ত কুফরী শক্তিই আজ মিয়ানমারের বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের প্রতি নমনীয়। কেউ তাদের অস্ত্র আর সামরিক সহায়তা করছে আর কেউ বুদ্ধি, পরামর্শ ও সাপোর্ট দিয়ে মুসলিম হত্যায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। আর কেউতো পূর্ব থেকেই মুসলিম হত্যায় সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। ইরাক, আফগান, ফিলিস্তিন, ইয়ামান, সিরিয়া, কাশ্মীর এগুলো মুসলিম উম্মাহর একেকটি রক্তাক্ত ভূমির নাম। আর এ দিকে বিশ্ব মোড়লদের গোলামিতে মত্ত নামধারী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর তাগুত শাসকরাও নিশ্চুপ-নিরবতা দ্বারা নিজেদের প্রকৃত খোলস স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে আবারো শিক্ষা গ্রহণের সময় হলো মুসলিম উম্মাহর। এ শিক্ষা তাগুত-কাফেরদের প্রতি বারাআতের, এ শিক্ষা ইসলামের শত্রুদের সাথে পরিপূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদের।

● ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুহাজির আজ এ দেশে বিপন্ন জীবনযাপন করছে। বহু কষ্ট সহ্য করে বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের নৃশংসতা থেকে তারা প্রাণে বাঁচতে পেরেছে বটে; কিন্তু এ দেশে এসেও আওয়ামী পেটুয়া লম্পটদের কাছে নিজের শেষ সম্বলটুকু তাদের খোয়াতে হচ্ছে। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তাদের স্বর্ণালংকারগুলো অল্প টাকার বিনিময়ে ছিনিয়ে নিচ্ছে, যুবতী নারীদের নানাভাবে হয়রানি করছে। ত্রাণখেকো আওয়ামী নেতা-কর্মীরা মাজলুমদের পেটে লাথি মারতেও কার্পণ্য করে না। তাগুত হাসিনা রোহিঙ্গা মুসলিমদের আশ্রয় দিয়েছে বলে খুব সুনাম কুড়িয়ে বেড়ায়; অথচ এ তাগুত সরকারই বাধা হয়ে আছে মাজলুম রোহিঙ্গা মুহাজিরদের প্রকৃত নুসরত পাওয়ার ক্ষেত্রে। কারণ এ দেশের দ্বীনদার মুসলিম জনসাধারণ ঠিক যেভাবে রোহিঙ্গা মুহাজিরদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে চায়, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়; এ তাগুত সরকার তার কিছুই করতে দিচ্ছে না। বরং এ সরকার তাদেরকে রোদ-বৃষ্টির মতো নানা প্রতিকূল অবস্থায় এক খোলা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এমন পরিস্থিতির মাঝেও যে সকল মুসলিম জনসাধারণ মাজলুমদের কাছে ছুটে যাচ্ছেন, সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য-সহযোগিতা করছেন; এটা অবশ্যই তাদের উম্মাহর প্রতি দরদ আর ভালোবাসার পরিচয়। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের বিপদাপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে– এটাই ঈমানের দাবি। এটাই হচ্ছে আল-ওয়ালা। আর এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনেই পুরো মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তাওহীদের এক পতাকা তলে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার গুণে গুণান্বিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আর তোমাদের কী হলো?

মাওলানা হাসান মাহমুদ

نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন–

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

"আর তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে বের করে নিন; যার অধিবাসীরা জালিম। আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন। আর নির্ধারণ করে দিন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।" -সূরা নিসা: ৭৫

শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দী রহ. উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন:

هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم، وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: { وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله، ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة.ويدعون الله أن يجعل لهم وليًّا ونصيراً يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها،

فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيالاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء.

এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে। তার রাস্তায় সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য উদ্বেলিত করছে। কেননা সশস্ত্র যুদ্ধ তাদের উপর ফরযে আইন হয়ে গেছে। সাথে সাথে তাদেরকে জিহাদ ত্যাগের ব্যাপারে চরম ভর্ৎসনা করছে। তিনি বলছেন, "আর তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না?" অথচ অসহায় দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোনো অবলম্বন বা কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এমনকি তাদেরকে শত্রুদের থেকে চরম অত্যাচার ভোগ করতে হচ্ছে। তারা আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করছে, তিনি যাতে তাদেরকে এই অধিবাসীদের থেকে বের করে নিয়ে যান; যে অধিবাসীরা শিরক ও কুফর করে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। শাস্তি দিয়ে ও আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মুমিনদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। দ্বীনের দাওয়াত ও হিজরত থেকে তাদেরকে বাধা দিচ্ছে। তারা আল্লাহ তাআলার কাছে মিনতি জানাচ্ছে, তিনি যেন তাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী প্রেরণ করেন; যে তাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে রক্ষা করবে।

সুতরাং এটি তো সে প্রকারের জিহাদ; যাতে তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করবে। এটি তো ঐ যুদ্ধ নয়, যাতে নিজেদের পক্ষ থেকে কাফেরদের উপর আক্রমণের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়; যদিও এই প্রকারের জিহাদে রয়েছে মহাসফলতা, তার থেকে পশ্চাৎগামীদের উপর রয়েছে চরম ভর্ৎসনা। কিন্তু যে জিহাদের মাধ্যমে দুর্বলদেরকে রক্ষা করতে হয়, তাতে রয়েছে সবচেয়ে বেশী প্রতিদান ও উপকারিতা; কেননা এতে শত্রুকে প্রতিরোধ করতে হয়। -তাফসীরে সা'দী, খন্ড: ০১, পৃষ্ঠা: ১৮৭

হে প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! উপরোক্ত আয়াতে কারীমাহ এবং তার তাফসীর নিয়ে একটু চিন্তা করুন। মহান আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, তোমাদের কী ওযর রয়েছে? তোমাদের কী বাহানা রয়েছে? কোন কারণে তোমরা পিছনে রয়েছো? একটু চিন্তা করুন নির্যাতিত এ রোহিঙ্গা নারীরা কি আমাদের মা-বোন নয়? মাজলুম এ রোহিঙ্গা পুরুষরা কি আমাদের পিতা কিংবা ভাইয়ের সমতুল্য নয়? অসহায় এ ছোট্ট শিশুরা কি আমাদেরই সন্তান নয়? তাহলে কেন আজও আমরা তাদের ব্যথায় ব্যথিত হচ্ছি না? কেন আজও তাদের উদ্ধারের লক্ষ্যে কিতালের পথে এগিয়ে আসছি না? এরাতো আমাদেরই মা, এরাতো আমাদেরই পিতা, আমাদের ভাই, আমাদের বোন, আমাদেরই সন্তান।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾

"নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" -সূরা হুজুরাত: ১০

আমরা নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি, তবে কি আমরা প্রকৃত মুমিন নই? একটু ভাবুন, আজ আমাদের কী হলো!?

তোমার ভাইকে সাহায্য করলে তুমিও সাহায্যপ্রাপ্ত হবে

মাওলানা ইলিয়াস হামীদ

হে প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আজ পৃথিবীর চতুর্দিক দিক থেকে ভেসে আসছে অসহায় দুঃস্থ মানবতার ক্ষুধার্ত চিৎকার আর আহাজারি। ভেসে আসছে রক্ত গুমোট গন্ধ। মাজলুম মুসলমানদের আর্তনাদে আজ পৃথিবীর আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। নাফ নদীর ঢেউয়ের সাথে ভেসে আসছে নারী, শিশু, বৃদ্ধের লাশ। কেউ হারিয়েছে মাকে, কেউবা বাবাকে আবার কেউবা হারিয়েছে বেঁচে থাকার অবলম্বন একমাত্র স্বামীকে। কেউ সব হারিয়ে আজ একাকী-নিঃস্ব। পরিবার-পরিজন হারিয়ে বাঁচার ইচ্ছেটুকুও বাকী নেই আজ অনেকের। কারো প্রিয়জন শেষ বারের মতো বিদায় নিয়েছে এই বলে, দেখা হবে জান্নাতে। কেউ আবার বেঁচে থেকে ক্ষুধার জ্বালায় মরছেন ধুকে ধুকে। বেঁচে থাকার বুক ভরা আশা নিয়েই তারা শত শত মাইল পাড়ি দিয়েছে বাংলাদেশী মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলিম ভাই-বোনেরা কি পালন করতে পেরেছে মুসলিম হিসেবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য? হাসি ফোটাতে পেরেছে মুহাজির মুসলিম ভাই-বোনদের মুখে? নাকি তারা নিজেরাই বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের মতো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে? মেতে উঠেছে হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনে? হায় আফসোস! আজ বুঝি মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই? অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"পরস্পর ভালোবাসা, দয়া ও অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মুমিনদের উদাহরণ হলো এক দেহের মতো। যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার সমস্ত শরীর বিনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" -বুখারী: ৬০১১, মুসলিম: ২৫৮৬

আজ আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের মাজলুম ভাই-বোনদের সর্বোপায়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা। বারা ইবনে আযেব রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মাজলুমদের সাহায্য করার জন্য আদেশ করেছেন।

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! তোমরা এটা ভেবো না, তোমাদের মাজলুম ভাই-বোনদের সাহায্য করলে তোমাদের সম্পদ কমে যাবে। নিজেদের পরিবার-পরিজন নিয়ে চলতে কষ্ট হবে। বরং জেনে রাখো, তোমার মাজলুম ভাই-বোনদের সাহায্য করলে প্রকৃতপক্ষে তুমি নিজেই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আর তোমাকে সাহায্য করবেন তোমার সেই মহান রব, যিনি মহা ক্ষমতার অধিকারী, অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اللهُ فِي عَونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ فِي عَونِ أخيهِ

"যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত সে বান্দার সাহায্য করতে থাকেন।" -মুসলিম: ২৬৯৯, ২৭০০

তুমি যদি চাও, মহান আল্লাহ তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করুক; তাহলে তুমি তোমার নিপীড়িত ভাই-বোনদের প্রয়োজন পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাও। কারণ যখন তুমি তোমার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে দেবে, মহান আল্লাহ তখন তোমার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَن كانَ فِي حاجَةِ أخيهِ، كانَ اللهُ فِي حاجَتِهِ

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন।" -বুখারী: ২৪৪২, মুসলিম: ২৫৮০

তুমি যদি তোমার অসহায় ভাই-বোনদের বিপদ-আপদ দূরীকরণে সচেষ্ট হও; তাহলে মহান আল্লাহ তোমার বিপদ দূর করে দেবেন।

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের একটি বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ বিচারের দিনে তার বিপদসমূহ হতে একটি বিপদ দূর করে দেবেন।" -বুখারী: ২৪৪২, মুসলিম: ২৫৮০

সুতরাং হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! এখনই সময় আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের। এখনই সময় জান্নাত হাসিলের। এখনই সময় অপর ভাইয়ের সাহায্য করে নিজের প্রয়োজন পূরণের। তাই আসুন, উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। আসুন! নিপীড়িত ভাই-বোনদের সাহায্যার্থে সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আর আজই প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আবারো বলছি, আমরা যদি আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্য করি; প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেরাই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আরাকানের গণহত্যা সম্পর্কে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিবৃতি

বার্মিজ সৈন্য এবং আদিবাসী চরমপন্থী বৌদ্ধরা আবারও জাতিগত শুদ্ধির নামে মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে মুসলিমদের ঘর-বাড়ি পোড়ানো, গণহারে মুসলিমদের হত্যাযজ্ঞ ও উচ্ছেদ করতে শুরু করেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, বার্মিজ সৈন্যরা ঈদুল আযহার পবিত্র দিনেও মুসলিম গ্রামসমূহে হামলা করে প্রায় সত্তর হাজার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, হাজার হাজার অত্যাচারিত মুসলিমকে উচ্ছেদ করে; যাদের মাঝে অধিকাংশই হলেন নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং সর্বোপরি বেসামরিক জনগণ।

মুসলিম বিশ্বের যারা নির্যাতিত আরাকানী মুসলিমদের অধিকার নিয়ে কথা বলেছেন, বিভিন্নভাবে মাজলুমদের পক্ষে সমর্থন যুগিয়েছেন, নিজেদের স্বর উঁচু করেছেন; তারা স্বাগতম পাওয়ার যোগ্য। আমরা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে আহ্বান জানাচ্ছি– আপনাদের নির্যাতিত ভাইদেরকে ভুলে যাবেন না। তাদের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হোন, তাদেরকে উদ্ধার করুন, আশ্রয় প্রদান করুন এবং ইসলামী দায়িত্ববোধ থেকে সর্বাধিক পরিমাণে সকল ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করুন।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো আরাকানের এ মুসলিম গণহত্যাকে সঠিকভাবে প্রচার করেনি। মানবাধিকার সংস্থা এ বিষয়কে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এটি তাদের শুধুমাত্র অশোভন ও মন্দ আচরণ নয়; বরং এটি মানবতা ও মানবীয় সহানুভূতির সাথে দ্বন্দ্ব।

মুসলিমগণ ভাই ভাই। মানবতার দাবিদারদের থেকে সাহায্য আসবে, এ ভ্রান্ত মানসিকতা নিয়ে বসে থাকা যাবে না; বরং আরাকানের নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্যে আপনারা নিজেরাই এগিয়ে আসুন। এই লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সর্ব ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর নিকট দুআ করুন। জান, মাল এবং যবান দিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করুন। তাদের নিগৃহীত কণ্ঠস্বরকে উঁচু করতে সাহায্য করুন; যেন তাদের মাথার উপর থেকে নির্যাতনের কালো ছায়া উঠে যায়।

ইসলামী ইমারাহ আফগানিস্তান
১৩-১২-১৪৩৮ হিজরী
০৪-০৯-২০১৭ ঈসায়ী

আল-কায়েদা'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে বিবৃতি

আরাকান ডাকছে তোমায়

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য; যিনি বলেন–

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"কিন্তু যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে; তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগিতার চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সবই দেখেন।" -সূরা আনফাল: ৭২

হাদীস শরীফে এসেছে–

وَمَا مِن امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي موطن يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ ، إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ

"যে ব্যক্তি এমন স্থানে কোনো মুসলিমকে সাহায্য করে, যেখানে তাকে অপমান করা হচ্ছে এবং তার সম্মান লঙ্ঘন করা হচ্ছে। আল্লাহ তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন; যেখানে সে তাঁর সাহায্য কামনা করবে।" -আবু দাউদ: ৪২৪৩, মাকারিমুল আখলাক লিত-তাবারানী: ১৩৮

আজ আরাকানে আমাদের মুসলিম ভাইদের উপর অতিবাহিত হচ্ছে এক কঠিন ভয়াবহ অবস্থা। হিংসাবাদী আন্তর্জাতিক শক্তির অনুমোদনে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, জীবন্ত মানুষকে কেটে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে, ব্যাপক হারে ঘর-বাড়ি ধ্বংস করা হচ্ছে। যা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক হিংস্র কুফরী শক্তির মহাষড়যন্ত্রের একটি অংশ। প্রকাশিত হচ্ছে কাফেরদের আসল চেহারা। সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে মুসলিমদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে, মুসলিমদের সহায়-সম্পত্তি দখল ও পবিত্র স্থানগুলো অপবিত্র করা হচ্ছে।

'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' শব্দটির ব্যবহার বর্তমানে একটি অভিজাত ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে! যা প্রত্যেক শাসক কুফরী ব্যবস্থার শক্তিশালীদের প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ দৃঢ়তার সাথে পালন করে চলছে। তাই তো শত পদস্খলন ও অপরাধের পরও সুচি পার পেয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাকে শান্তিতে নোবেল দেওয়া হয়েছে; যা প্রত্যেক পেশাদার অপরাধী এবং খুনীর গলায় শোভা পাচ্ছে অলঙ্কার হিসেবে।

সন্ত্রাস দমনের মুখোশের আড়ালে মিয়ানমার সরকার কর্তৃক আরাকানে আমাদের মুসলিম ভাইদের প্রতি হিংস্রতার নগ্ন ক্রিয়া চলছে। যেমনটা সৌদি মিডিয়া এই কর্মকাণ্ডকে আখ্যা দিয়েছে। মিয়ানমার সরকার শাস্তি থেকে নিস্তার পাবে না। বি ইযনিল্লাহ! আরাকানে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা যে ভয়াবহ অবস্থার স্বীকার হয়েছে, অচিরেই তাদেরও সে স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।

আরাকানের মুসলিমদের সাহায্য করা শরয়ীভাবে ওয়াজিব এবং দ্বীনি জরুরত। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

"আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না? অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের রক্ষার জন্য; যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! জালিম অধ্যুষিত এই জনপদ থেকে আমাদেরকে বের করে নিন। আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক নির্ধারণ করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করুন আমাদের জন্য সাহায্যকারী।" -সূরা নিসা: ৭৫

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ

আল-কায়েদা'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে বিবৃতি

"এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করে না, তাকে শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেয় না। যে কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের একটি বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ বিচারের দিনে তার বিপদসমূহ হতে একটি বিপদ দূর করে দেবেন। যে কেউ কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ বিচারের দিনে তার পাপ ঢেকে রাখবেন। -বুখারী: ২৪৪২ ও মুসলিম: ২৫৮০

আমরা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও ফিলিপাইনের সব মুজাহিদ ভাইদের প্রতি মুসলিম ভাইদের সাহায্যার্থে বার্মার দিকে বের হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। তারা যেন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সকলভাবে এই নৃশংস অত্যাচার রুখার জন্য এবং তাদের ভাইদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য প্রস্তুত হোন, তাদের অধিকার শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। মুসলিম উম্মাহকে আরাকানে তাদের মুসলিম ভাইদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। আরাকানের মুসলিমদের প্রত্যেক ধরনের সমর্থন ও সাহায্যের প্রয়োজন– অর্থ, ওষুধ, খাদ্য, বস্ত্র ও অস্ত্র; এছাড়া এই দুর্ভোগ সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সঠিক দৃষ্টিকোণে এই পুরো ব্যাপারটা উপস্থাপন করতে হবে; যাতে উম্মাহ তার শত্রুকে সনাক্ত করতে পারে।

মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসা ঈমানের মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরার পরিচায়ক। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ , يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ , أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ , إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"মুমিন নর-নারী একে অপরের সহায়ক, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, খুব শীঘ্রই আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" -সূরা তাওবা: ৭১

নু'মান ইবনে বশীরের বর্ণনায় হাদীস শরীফে উল্লেখ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"পরস্পর ভালোবাসা, দয়া, সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মুমিনদের উদাহরণ হলো এক দেহের মতো। যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার সমস্ত শরীর বিনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। -বুখারী: ৬০১১, মুসলিম: ২৫৮৬

যখন শত্রু একটি মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে এবং সেই ভূখণ্ডের মানুষ যদি তাদের দুর্বলতা বা সংখ্যা স্বল্পতার কারণে শত্রুদের আগ্রাসন প্রতিহত করতে অক্ষম হয়। তখন তাদেরকে সামরিক সহায়তা করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং এটি ফরযে কেফায়া থেকে ফরযে আইনে রূপ নেয়।

হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতে, কাফেররা যদি কোনো মুসলিম ভূমির উপর আক্রমণ করে; তবে সেই এলাকার প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উপর সেই কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যায়। পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং তৎপার্শ্ববতী এলাকার মুসলিমদের উপর ফরযে কেফায়া হিসেবে বিদ্যমান থাকে। যদি ঐ দেশের লোকেরা নিজেদের এই দায়িত্ব পালন করতে না পারে অথবা জিহাদে অবহেলা প্রদর্শন করে অথবা জিহাদের এই হুকুমের ব্যাপারে আল্লাহকে অমান্য করে; তাহলে এই ফরয তাদের কাছের নিকটবর্তী যারা, তাদের উপর প্রসারিত হয় এবং এভাবে প্রসারিত হয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানের উপর ফরয হয়ে যায়।

তাই সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের জন্য অতি শীঘ্রই তাদের ভাইদেরকে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা ফরয। কারণ এগুলোই সর্বোত্তম গুণাবলী, যা মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। হে আল্লাহ! আমাদের নিপীড়িত আরাকানী ভাইদের এবং সারা বিশ্বের নিপীড়িতদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। হে আল্লাহ! আপনার কুদরতি সাহায্যের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করুন এবং তাদের শত্রুদের উপর তাদেরকে বিজয় দান করুন। আপনি সর্ব ক্ষমতাবান, সর্বশক্তিমান।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

জিলহাজ্জ ১৪৩৮ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঈসায়ী

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد نبي الرحمة والملحمة، وعلى آله وصحبه ناصر المستضعفين وكاسر شوكة الجبارين

বিশ্বের সকল ভূমিতে অবস্থানরত আমার মুসলিম ভাইয়েরা!

নিশ্চয়ই বার্মায় বিশেষত ক্ষত বিক্ষত আরাকানে আমাদের মুসলিম ভাইদের উপর ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি সম্পর্কে পূর্ব ও পশ্চিমের সবাই অবগত। আমাদের মুসলিম ভাইদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে অসংখ্য মানুষ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, এমনকি কাফেররাও! মূর্তি পূজারী হিংসুক ওই বৌদ্ধ গোষ্ঠী, তাদের সরকার ও অভিশপ্ত সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনেক বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করেছে; যারা সতী-সাধ্বী স্বাধীন মুসলিম নারীদের হত্যা, ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়ন ও অপহরণ করেছে এবং আমাদের মুসলিম ভাইদের বাড়িঘর ও মাসজিদসমূহ ধ্বংস করেছে। এর একমাত্র কারণ এটাই যে, তাঁরা মহান আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান এনেছে!

বৌদ্ধরা তাদের অপরাধী ভিক্ষুদের (বৌদ্ধ ধর্মযাজক) দ্বারা তা স্পষ্ট করে দিয়েছে! ভিক্ষুরা স্পষ্টভাবে বলেছে যে, যখন মুসলিমরা বার্মা ছেড়ে চলে যাবে, তখন মুসলিমদের থেকে মুক্ত হয়ে বহু বছর পর বার্মা এক নতুন ভোরে প্রবেশ করবে। যেমনটি ঘটেছে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য ভূখণ্ডে। আল্লাহর শত্রুরা জানে না যে, তারা ইসলামের বিস্তারকে সীমাবদ্ধ করার জন্য মুসলিমদের প্রতি যা কিছুই করবে, অচিরেই তাদের সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও মাল-সম্পদ বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এ দ্বীনের হেফাজত ও বিস্তারের জিম্মাদারি নিয়েছেন। আর এটি হচ্ছে এমন দ্বীন, যাকে অচিরেই তিনি সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করবেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يُرِيدونَ أَن يُطفِئوا نورَ اللَّهِ بِأَفواهِهِم وَيَأبَى اللَّهُ إِلّا أَن يُتِمَّ نورَهُ وَلَو كَرِهَ الكافِرونَ. هُوَ الَّذي أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى وَدينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكونَ.

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূর (দ্বীন-ইসলাম) কে পূর্ণত্বে পৌঁছানো ব্যতীত নিরস্ত হবেন না; যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন তিনি এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন; যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" -সূরা তাওবা: ৩২, ৩৩

আল্লাহ তাআলা ইহা তার কিতাবে দু'বার বলেছেন, আর (মূলনীতি হলো) যখন কোনো কালাম বারবার বলা হয়, তখন তা স্থির হয়ে যায়।

তামিম আদ-দারী রাযি. থেকে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ، أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টিকে রাত ও দিনের মতো সুস্পষ্ট করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা কোনো মাটি বা পালকের ঘরকে সম্মানিত লোকের সম্মান দ্বারা অথবা অপদস্থ লোকের অপমান দ্বারা এ দ্বীনকে তাতে প্রবেশ করানো ব্যতীত ছেড়ে দেবেন না। সম্মানিত লোক দ্বারা আল্লাহ তাআলা ইসলামকে সম্মানিত করবেন আর অপদস্থ লোক দ্বারা আল্লাহ তাআলা কুফরকে অপদস্থ করবেন" -মুসনাদে আহমাদ

সুতরাং অবশ্যই আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংবাদে মুসলিমদের চক্ষুগুলো শীতল হবে এবং আল্লাহর শত্রুরা যতই গলাবাজি ও অপকর্ম করুক; তারা অবশ্যই বিতাড়িত হবে। তাদের এটাও জেনে রাখা উচিত যে, নিশ্চয় বিপদাপদ ও দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা এ দ্বীনের বিস্তার ও উচ্চতা আরও বৃদ্ধি পায়। দুঃখ-দুর্দশায় লিপ্ত হওয়ার দ্বারা মুসলিমদের কেবল স্বীয় দ্বীনের উপর দৃঢ়তা ও অবিচলতাই বাড়ে। আর মুমিনগণ তারা

ছাড়া বাকিদের উপর একটি হাতের ন্যায়, বিশেষত তাদের উপর; যারা সীমালঙ্ঘন করে এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। আর বস্তুত মুমিনগণ একটি দেহের ন্যায়, যখন তার কোনো একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন বাকি সকল অঙ্গ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।

হযরত নু'মান ইবনে বাশির রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন–

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"মুমিনদের দৃষ্টান্ত তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়াদ্রতা ও সহমর্মিতার দিক দিয়ে একটি দেহের মতো। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার সমগ্র দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" -বুখারী: ৬০১১, মুসলিম: ২৫৮৬

আর মুমিনগণ হচ্ছে একটি প্রতিরক্ষা প্রাচীরের ন্যায়, যারা একে অপরকে প্রতিরক্ষা করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

"এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। আর (এ কথা বলার সময়) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আঙ্গুলগুলোর একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করালেন।" -বুখারী: ২৪৪৬, মুসলিম: ২৫৮৫

ঐ ইতর বৌদ্ধরা যেন মনে না করে যে, আমরা কুফরের মাথা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত থাকার কারণে আমাদের ভাইদেরকে লাঞ্ছিত করবো অথবা তাঁদের কোনো সাহায্য ছাড়াই ছেড়ে দেবো। না, এটি কখনো হতে পারে না। কেননা এটি আমাদের সেই দ্বীনের অংশও নয়, যেই দ্বীন আমাদেরকে সর্বাবস্থায় মুমিনদের সাহায্য করার নির্দেশ দেয়।

فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام : مَا مِن أحد يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته ، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي موطن يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ ، إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيه نُصْرَتَهُ

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের মান-ইজ্জত নষ্ট হওয়ার স্থানে তাকে ত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে এমন স্থানে সাহায্য করা থেকে বিমুখ থাকবেন; যেখানে সে তাঁর সাহায্য কামনা করে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের মান-ইজ্জত নষ্ট হওয়ার স্থানে তাকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন; যেখানে সে তাঁর সাহায্য প্রত্যাশা করবে।" -আবু দাউদ: ৪২৪৩, মাকারিমুল আখলাক লিত-তাবারানী: ১৩৮

বার্মায় আমাদের ভাইদের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আমাদের অনেক মুসলিম ভাই প্রতিবাদ করেছেন এবং ঐ বৌদ্ধ নরপশু কর্তৃক জবর-দখল থেকে মুসলিমদেরকে তারা যে সহযোগিতা করেছেন, তাদের জান-মাল, থাকার জায়গার ব্যবস্থাকরণ, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা যে সাহায্য ও সমর্থন যুগিয়েছেন; এতে সাহায্যকারী মুসলিমগণ কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। এমনকি তারা পূর্ব ও পশ্চিমের সকলকে তাদের সাহায্য করার জন্য এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে আহ্বান করেছেন।

তারা জানে না যে, এই কুফফার গোষ্ঠী ও জাতিসংঘের মতো সংগঠনগুলি যদিও আমাদের ভাইদের দুঃখ-দুর্ভোগ বৃদ্ধি করেনি; কিন্তু তারা কিছুতেই তা কমায়নি। অধিকন্তু তারা তা উস্কে দিয়েছে।

যাই হোক, তারা যে সকল চার্টার ও মানবাধিকারের ঘোষণা দেয়, তা হচ্ছে কুফফার গোষ্ঠীর জন্য। সুতরাং যদি বৌদ্ধ নরপশুরা ইয়াহুদী, নাসারা অথবা অন্য কোনো কাফের জাতির উপর জবর-দখল করতো; তাহলে আমরা তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম ও পদক্ষেপসমূহ দেখতে পেতাম; বরং সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে তাদের এ সংগ্রাম চলতো, যে পর্যন্ত না তাদের ঔদ্ধত্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বার্মা নিয়ে কাজ করেন, আমাদের এমন অনেক মুসলিম ভাইয়েরা

দীর্ঘকাল যাবৎ রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিষয়টিকে বিভিন্ন মাধ্যমে শক্তিশালী করে আসছেন; কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, তারা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত সেই সমাধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি, যা ইজ্জত ও প্রতাপের অধিকারী রব তাঁর কিতাবে ঘোষণা করেছেন, তিনি বলেন–

وما لَكُم لا تُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَالمستَضعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالوِلدانِ الَّذينَ يَقولونَ رَبَّنا أَخرِجنا مِن هذِهِ القَريَةِ الظّالِمِ أَهلُها وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ نَصيرًا

"আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছো না? দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করো; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" –সূরা নিসা: ৭৫

যখনই কাফেররা বনী ইসরাইলের উপর জবর-দখল করেছে,

তাদেরকে তাদের ভূখণ্ড ও সন্তানাদি থেকে বের করে দিয়েছে, তখনই তারা তাদের শত্রুদের প্রতিহত করার শরয়ী পদ্ধতি জেনে নিয়েছে, আর তা হচ্ছে কিতাল। আল্লাহ তাআলা তাদের সংবাদ বর্ণনা করে বলেন–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا..

"মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখোনি? যখন তারা বলেছে, নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারণ করে দিন; যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইয়ের হুকুম যদি হয়; তাহলে তখন তোমরা লড়াই করবে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করবো না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে।" -সূরা বাকারা: ২৪৬

তাদের নবী এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেননি, যা তারা তাদের উপর সীমালঙ্ঘনকারী শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য পেশ করেছেন; বরং পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তাদের স্বল্প সংখ্যকই শত্রুদের পরাজিত করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্থির করে দিয়েছেন যে, যদি এ যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা না থাকে; তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

"আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কতকের মাধ্যমে কতককে প্রতিহত না করতেন; তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ অতি অনুগ্রহশীল।" -সূরা বাকারা: ২৫১

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অপর এক জায়গায় আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা হচ্ছে দ্বীন ও ইবাদতের স্থানসমূহকে সংরক্ষণের মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন–

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

"যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন; তবে ধ্বংস করে দেওয়া হতো (খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের) উপাসনাস্থল, গীর্জা, (ইয়াহুদীদের) ইবাদতখানা এবং মাসজিদসমূহ, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা তাঁকে (আল্লাহর দ্বীনের) সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর পরাক্রমশালী।" -সূরা হাজ্জ: ৪০

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের উপর কাফের জাতিসমূহের জবর-দখলের কারণ হচ্ছে, আমাদের কিতাল ও জিহাদকে পরিত্যাগ করা, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও দুনিয়াকে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"যখন তোমরা ঈ'না নামক সুদের পেছনে পড়বে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, ফসল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদকে ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন; তা দূর করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে আসো।" -আবু দাউদ: ৩৪৬২, মুসনাদে আহমাদ: ৪৯৮৭

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন–

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ : وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ : حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

"খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের দিকে একে অপরকে ডাকে, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একে অপরকে ডাকবে। অতঃপর এক ব্যক্তি বললো, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে? তিনি বললেন, বরং তোমরা সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে স্রোতের মাঝে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে ওয়াহান ঢেলে দেবেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! 'ওয়াহান' কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। -আবু দাউদ: ৪২৯৭

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন–

قَالُوا: وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : حُبُّكُمُ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَتُكُمُ الْقِتَالَ.

"সাহাবাগণ বললেন, ওয়াহন কী? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা এবং কিতালকে অপছন্দ করা।"

সুতরাং জিহাদ দ্বারা আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকারী শত্রুদেরকে প্রতিহত করেন এবং তাদের দাপটকে চূর্ণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَقاتِل في سَبيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلّا نَفسَكَ وَحَرِّضِ المُؤمِنينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأسَ الَّذينَ كَفَروا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأسًا وَأَشَدُّ تَنكيلًا

"সুতরাং (হে নবী!) আপনি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুমিনদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।" -সূরা নিসা: ৮৪

এবং জিহাদের প্রস্তুতি দ্বারা আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য ও অন্যান্য অজানা শত্রুদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم وَآخَرينَ مِن دونِهِم لا تَعلَمونَهُمُ اللَّهُ يَعلَمُهُم

"আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যা দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখবে আল্লাহর শত্রুদের এবং তোমাদের শত্রুদের আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্য লোকদের; যাদেরকে তোমরা জানো না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন।" -সূরা আনফাল: ৬০

আমরা বার্মায় আমাদের মুসলিম ভাইদের আহ্বান করছি, তারা যেন জিহাদের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। পৃথিবীর সকল ভূখণ্ড, বিশেষত বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্ডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থানরত আমাদের মুসলিম ভাইদের আমরা আহ্বান করছি; যাতে তারা তাদের বার্মার ভাইদেরকে সাহায্য করেন এবং তাদের সব ধরনের প্রয়োজনের যোগান দেন।

হে ভাইয়েরা! আমরা যেন (বার্মার মুসলিম ভাইদের) শরীয়তসম্মত সকল সাহায্য-সহযোগিতা ও সহায়তার মাধ্যমসমূহের ব্যাপারে কোনো ধরনের ত্রুটি ও অলসতা না করি; যেগুলো বার্মায় আমাদের মুসলিম দাঈ ও উদ্যমী দায়িত্বশীল ভাইগণ দাবি করে আসছেন।

আমরা পৃথিবীর সকল দেশের মুজাহিদ, বিশেষত আল কায়েদা ভারত উপমহাদেশের ভাইদেরকে আহ্বান করছি, আপনারা আল্লাহর শত্রু বৌদ্ধদেরকে দেখিয়ে দিন, কিভাবে একজন মুমিন অপর একজন মুমিনের জন্য প্রতিরক্ষা প্রাচীর হয়। তাদেরকে দেখিয়ে দিন, যখন আমাদের কোনো অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন আমাদের প্রতিশোধের স্ফুলিঙ্গ কেমন হয়?

আমরা তাঁদের অবগত করছি যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ বার্মার সরকার ও সেনাবাহিনীই হচ্ছে সেখানের মুসলিমদের দুঃখ-দুর্দশা ও ট্রাজেডির কারণ। সুতরাং আপনারা যেন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও তাদের অন্যায়কে দমন করার প্রচেষ্টা বন্ধ না করেন। সাবধান! আমরা যেন বার্মায় আমাদের মুসলিম ভাইদের লাঞ্ছিত না করি। হে মুসলিম জাতি! বার্মায় আমাদের দুর্বল মুসলিম ভাইদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন! আমরা যেন আমাদের স্বার্থে তাদের লাঞ্ছিত না করি। আর আল্লাহ বান্দার সাহায্য করবেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য করবে।

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের পার্থিব মুসীবতসমূহের কোনো একটি মুসীবত দূর করবে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে কিয়ামতের দিনের মুসীবতসমূহের একটি মুসীবত দূর করবেন।"

উক্ত হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার সাহায্য করবেন, যতক্ষন বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য করে।" -মুসলিম: ২৬৯৯

হে আল্লাহ! বার্মার মুসলিমদের সাহায্য করুন! তাদের দুঃখ-দুর্দশাকে দূর করে দিন! তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে দূর করে দিন! তাদের জন্য সর্বোত্তম সহায়তা ও সাহায্যকারী হয়ে যান! আপনার পক্ষ থেকে তাদের জন্য অভিভাবক বানিয়ে দিন! আপনার পক্ষ থেকে তাদের জন্য সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন! হে দুর্বলদের সাহায্যকারী!

হে আল্লাহ! যাঁরা তাদেরকে সাহায্য করবে, তাঁদেরকে সাহায্য করুন এবং যারা তাদেরকে সাহায্য করার সক্ষমতা সত্ত্বেও নিরাশ করেছে, তাদেরকে নিরাশ করুন!

হে ইজ্জত ও প্রতিপত্তির মালিক! তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন, যারা তাঁদের উপর জুলুম করেছে এবং ওই সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু, সেনাবাহিনী ও তাদের সরকার থেকে, যারা তাঁদের উপর জবর-দখল করেছে এবং যারা জালিমদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। হে শক্তি ও প্রতিপত্তির অধিকারী!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

আল কায়েদা জাজিরাতুল আরব (AQAP)
আল মালাহিম মিডিয়া
১৪৩৮ হিজরী, ২০১৭ ইংরেজি

ডাকছে আরাকান...

আছো কি কেউ সাড়া দেবে?

আশ-শাবাব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বিবৃতি

জিলহাজ্জ, ১৪৩৮ হিজরী

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

মিয়ানমারের আরাকান থেকে ভেসে আসছে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত মুসলিম ভাইদের আহাজারি। কতই না কষ্টদায়ক এ সংবাদ! বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে মাজলুমের আর্তনাদ, চলছে সাহায্যের আকুল আবেদন; কিন্তু সে আর্তনাদ জুলম ও সীমালঙ্ঘনকে প্রতিহতকারী কোনো আত্মমর্যাদাশীলকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাদের আত্মমর্যাদাবোধে ঘা লাগেনি।

নিহতের সংখ্যা হাজার হাজার। হাজার হাজার শরণার্থী নিজেদেরকে সাগরের কোলে ঢেলে দিয়েছে; যেন তাঁরা নাপাক বৌদ্ধদের হাতে নিধন হওয়া থেকে বাঁচতে পারেন। যারা ডাকুর মতো করে সর্বনিকৃষ্ট পথ ও পদ্ধতিতে হত্যা, অত্যাচার, উচ্ছেদ ঘটিয়েছে। তারা নির্বিচারে স্বাধীনভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে, কারণ তাদেরকে এ কাজে কেউ ঠেকাবে না। এমনকি তারা কোনো বিশেষ নিন্দার সম্মুখীনও হবে না; যে নিন্দার কারণে তারা এ অত্যাচার বন্ধ করবে। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর উপর চলমান নির্যাতন ও আন্তর্জাতিক শক্তির মতো কপট সাধুদের ব্যাপারে সামান্য হলেও চিন্তা করার ফুরসত পাবেন মুসলমানগণ।

আরাকান ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মোড়লদের প্রতিক্রিয়ার সাথে যখন ইরাকের ইয়াজিদী সংখ্যালঘুদের ইস্যু মেলাতে যাবেন, তখন কিছু মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে পারবে না। ইয়াজিদীরা যখন সাহায্যের ফরমায়েশ করলো, সাথে সাথে আমেরিকান-ব্রিটিশ বিমানগুলো তাদের সাহায্যে ছুটে আসে। সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যদেরকে বিশেষ অবস্থা জারি করা হয়। তাছাড়া এ বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়। অথচ আরাকানে চরম নির্যাতন হওয়া সত্ত্বেও তার তিল পরিমাণও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো!

৫০ থেকে ৮০ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানের অধিকাংশই দশকের পর দশক ধরে নিকৃষ্ট নির্যাতনে নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। অথচ তারা এক ইঞ্চি পরিমাণও নড়ে চড়েনি, যা রোহিঙ্গাদের প্রাণের শত্রুদেরকে নিবৃত্ত করতে পারে এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। বরং তারা এতটুকু নিন্দা ও ভয় দেখানোর মাঝে সীমাবদ্ধ থেকেছে; যার পরেও নির্দ্বিধায় বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের রক্ত ঝরিয়ে যাচ্ছে। মানুষের কল্পনাতে আসতে পারে সন্ত্রাসের এমন সর্বনিকৃষ্ট রূপ রোহিঙ্গাদের উপর চালিয়েছে। তা সত্ত্বেও এ নাপাক বৌদ্ধদেরকে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের তালিকাভুক্তও করা হচ্ছে না; বরং তারা মিয়ানমারের সন্ত্রাসী সরকারের অধীনে থেকে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করে যাচ্ছে।

রোহিঙ্গা মুসলিমদের দুঃখ ভরা এ আখ্যান ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তারা মিয়ানমারের সবচেয়ে দরিদ্র অধিবাসীরূপে পরিগণিত। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে তারা নিম্নসীমায় আর বেকারত্ব ও অভাবের সর্বোচ্চ কোটায়, নির্যাতন ও নিপীড়নে চরমভাবে নিষ্পেষিত। ১৯৭০ ও ১৯৮০ এর দশকে মিয়ানমার সরকার হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলিমকে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে দেশান্তরিত করে। এখনো তারা নিজেদের নির্যাতন ও সীমালঙ্ঘনমূলক নীতিকে বেপরোয়াভাবে আঞ্জাম দিচ্ছে। এতে করে কাফেরদের আসল চেহারা প্রতিফলিত হয়ে যাচ্ছে; যারা দুর্বল মুসলিমদের উপর সর্বদা নির্যাতন করে যায়। এরা না মানবতার ধার ধারে আর না কোনো ধর্মজ্ঞানের। তারা শুধু একটি কারণেই মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালায়, তা হচ্ছে মুসলিমদের এক রবের প্রতি ঈমান ও ইসলাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾

"তারা তাঁদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তাঁরা প্রশংসিত, পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।" -সূরা বুরুজ: ০৮

তিনি আরো বলেন–

﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾

"বস্তুত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়।" -সূরা বাকারা: ২১৭

আমাদের আজকের অবস্থা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও শত শত বছর আগে জানিয়ে গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ : حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

"শীঘ্রই বিজাতিরা তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য এভাবে একে অপরকে ডাকবে। খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের দিকে একে অপরকে ডাকে। অতঃপর এক ব্যক্তি বললো, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে? তিনি বললেন, বরং তোমরা সেদিন সংখ্যায় অনেক হবে; কিন্তু তোমরা হবে স্রোতের মাঝে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে ওয়াহান ঢেলে দেবেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! 'ওয়াহান' কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। -আবু দাউদ: ৪২৯৭

এ হাদীস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, শত্রুদের মাঝে মুসলিমদের ভয় স্থায়ীভাবে রাখার জন্য জিহাদ অপরিহার্য। তাই আমরা মিয়ানমারে আমাদের মুসলিম ভাইদের সর্বপ্রথম এ কাজের প্রতি আহ্বান জানাবো। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾

"আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পারো শক্তি সামর্থ্য মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রুদেরকে এবং তোমাদের শত্রুদেরকে আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদেরকে; যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে চেনেন।" -সূরা আনফাল: ৬০

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এ আদেশে সাড়া দিয়ে আপনারা জিহাদের ফরীযাহকে প্রতিষ্ঠা করে লাঞ্ছনার জীবন থেকে সম্মান ও মর্যাদার জীবনে পদার্পণ করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করো, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়; যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।" -সূরা আনফাল: ২৪

পৃথিবীর সর্বত্র অবস্থানকারী মুসলিম ভাইগণ! বিশেষ করে বাংলাদেশ, মালেশিয়া, পাকিস্তান, ভারত, ইন্দোনেশিয়াতে অবস্থানকারী মুসলিমগণ! আজ রোহিঙ্গাদের উপর দিয়ে যে বিপদ যাচ্ছে, যদি আপনারা তাদের এ লাঞ্ছিত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন, যদি আপনারা তাদের কষ্ট ও দুঃখের গভীর থেকে আসা বৌদ্ধদেরকে প্রতিহতকরণের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে শুধু তাদের মৃতদেরকে দাফন করেই নীরব থাকেন; তবে একদিন সে বিপদ ও দুর্যোগ আপনাদের উপরই আপতিত হবে।

আজ আপনারা আপনাদের ইসলাম ও ভ্রাতৃত্বের সাথে মজবুত ও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করুন। যে ইসলাম ও ভ্রাতৃত্ব আপনাদের শক্তির মূল উৎস। এ অত্যাচার প্রতিহত করুন। সম্ভাব্য সকল পন্থায় দুর্বল মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। কেননা মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾

"আর তোমাদের কি হলো যে, তোমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছো না? দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য; যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন। আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দিন এবং নির্ধারণ করে দিন আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী।" -সূরা নিসা: ৭৫

আল-কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশের ভাইদের (আল্লাহ তাঁদেরকে সম্মানিত করুন) নিকট আমাদের বার্তা– তারা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাপাক বৌদ্ধদের উপর আক্রমণ করেন। এ আক্রমণকে প্রত্যেক শিক্ষা গ্রহণকারীর জন্য শিক্ষা স্বরূপ কায়েম করেন। যেন অন্য কোথাও অন্য কেউ মুসলিমদের উপর হাত উঠানোর সুযোগ না পায়।

ভৌগোলিকভাবে যদিও আমরা আরাকানের মুসলিমদের থেকে দূরে, কিন্তু পূর্ব আফ্রিকায় আমরা তাদের জন্যই জিহাদ করছি, তাদের উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। দুনিয়ার প্রত্যেক জায়গায় যেখানে কোনো মুসলিম নির্যাতিত, সেখানে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাদের জন্যই আমরা জিহাদের পতাকা উড্ডীন করেছি, তাদের জন্যই আমরা রিবাতের পথে আছি; যেন মুসলিম উম্মাহর উপর আপতিত লাঞ্ছনা ও ভয়কে আমরা উপড়ে ফেলতে পারি। তাদের হৃতগৌরব তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারি। সে জন্য যত মূল্যই দিতে হোক না কেন!

হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ পরিচালনাকারী, আহযাবকে পরাজিতকারী আল্লাহ! কাফের ও মুরতাদদেরকে আপনি পরাজিত করুন। হে আল্লাহ! বার্মা এবং পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলিমদেরকে আপনি সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ! এ উম্মাহকে সঠিক পথ দেখান; যেখানে আপনার অনুগত বান্দাগণ হবেন সম্মানিত, আপনার অবাধ্যরা হবে লাঞ্ছিত, যেখানে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া হবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা হবে।

والله أكبر

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

আস-সালামু আলাইকুম

Al-Kataib

জিলহাজ্জ, ১৪৩৮ হিজরী

আপনাদের নেক দুআয় আমাদের ভুলবেন না।

কাজে নামার আহ্বান

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم

পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মানিত মুসলমান ভাইয়েরা! আস-সালামু আলাইকুম।

আজ মুসলিম উম্মাহ সর্বত্রই জুলুম-নির্যাতন, নিপীড়ন-নিষ্পেষণের শিকার হচ্ছে। মিয়ানমারের মুসলিমদের উপর কুফফার কর্তৃক নির্যাতনের খবর আপনাদের কাছে পৌঁছেছে। সেখানে অসংখ্য মুসলমানকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। জলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। লাখ লাখ মুসলমানকে বাড়ি-ঘর থেকে বের করে সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের বাড়ি-ঘরে। এটা কোনো নতুন খবর নয়। বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্ববাসী বার্মার বৌদ্ধদের বর্বর হিংস্র নির্যাতনের চিত্র দেখে আসছে। এ সকল মুসলমানদের অপরাধ কী? তাদের অপরাধ শুধু এতটুকু যে, তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে এবং সেই উম্মতের অংশ হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশ করছে; যার সাথে আমি আর আপনি সম্পৃক্ত।

প্রিয় ভাইয়েরা! মিয়ানমার, কাশ্মির, এবং সমগ্র বিশ্বের উপর চলমান নির্যাতন বন্ধের জন্য আমি কোনো তাগুতী শক্তির নিকট আবেদন করবো না। কেননা এসব তাগুতী শক্তিগুলো সবাই একযোগে মুসলমানদের উপর জুলুম করে থাকে। বরং আমাকে আর আপনাকেই এর সমাধান করতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উচিত যে একত্ববাদে বিশ্বাসী।

আজ আমাদের দ্বীন পরাজিত কেন? নির্যাতিত মুসলমানরা জুলুমের শিকার কেন? এর কারণ কী? আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য থেকে এর কারণ জানা যায়। তা হলো, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে পার্থিব আকর্ষণীয় বস্তু নিয়ে ব্যস্ত থাকা। এ দুনিয়াদারির আলামত হলো জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহকে ছেড়ে দেওয়া।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা যদি দুনিয়ার মোহে পড়ে যাই, নিজেদের সংশোধন না করি। উম্মাহর এ দুরবস্থার কারণ হিসাবে অন্য কিছুকে নির্ধারণ করি; তাহলে অবশ্যই আমরা বাস্তবতাকে অস্বীকার করলাম। আর আল্লাহ এর জন্য আমাদের পাকড়াও করবেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"(হে নবী! মুমিনদেরকে) বলুন, তোমাদের কাছে যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ; যা তোমরা অর্জন করেছো, তোমাদের সেই ব্যবসা; যার মন্দা পড়ার তোমরা আশঙ্কা করো এবং বসবাসের সেই ঘর; যা তোমরা ভালোবাস– এগুলো যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ থেকে বেশি প্রিয় হয়; তাহলে তোমরা আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করো। আর আল্লাহ তাআলা অবাধ্য সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না। -সূরা তাওবা: ২৪

আল্লাহ তাআলা বলেন, فتربصوا حتي ياتي الله بامره আল্লাহর নির্দেশ (শাস্তি) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, ان الله لا يحب الظالمين অর্থাৎ আল্লাহ জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। জিহাদের উপর পার্থিব বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া জুলুম। এমন জুলুমকারী জালেমকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে সুদি লেনদেন করবে, গরুর লেজ ধরে রাখবে, কৃষিকাজে সন্তুষ্ট থাকবে, জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন। আর তোমাদের উপর থেকে এ লাঞ্ছনা দূর করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে (অর্থাৎ কিতালের দিকে) ফিরে না আসো।" -আবু দাউদ: ৩৪৬২, মুসনাদে আহমাদ: ৪৯৮৭

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ : حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ وفي رواية حب الدنيا وكراهيتكم القتال

"অচিরেই তোমাদের বিরুদ্ধে বিধর্মীরা এমনভাবে একে অপরকে ডাকবে, যেমনিভাবে আহার গ্রহণকারী ব্যক্তিরা খাবারের পাত্রের দিকে একে অপরকে ডাকে। অতঃপর এক ব্যক্তি বললো, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে? তিনি বললেন, বরং সেদিন তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে; কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে ওয়াহান ঢেলে দেবেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! 'ওয়াহান' কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।" -আবু দাউদ: ৪২৯৭

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, "দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও কিতালকে অপছন্দ করা।"

প্রিয় ভাইয়েরা! আজ ইসলাম ও মুসলিমদের দুর্দিনে আমাদের শরয়ী দায়িত্ব কী?

এ বিষয়ে তো কোনো চিন্তা-ফিকিরই করা হয় না। আলোচনা তো দূরের বিষয়। অথচ অন্যান্য ইলমী বিষয়ের আলোচনা ঠিকই হয়ে থাকে। এ আলোচনা হবেই বা কেন?

কারণ আমরা তো নিজ স্বার্থ আর পার্থিব জীবন নিয়েই ব্যস্ত থাকি। যদি কোথাও অন্য বিষয়ের আলোচনা বাদ দিয়ে জিহাদের আলোচনা করতে বলা হয়। তখন দুনিয়ার ভালোবাসা আর মৃত্যুর ভয় তাদের থেকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি রহম করুন। এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

হে প্রিয় ভাইয়েরা! আমাদের অবস্থা তো হলো আমরা চাই ইসলাম বিজয়ী হোক, আর কুফর পরাজিত হোক। অথচ এর বিনিময়ে আমরা নিজেদের জান-মাল কোরবান করতে প্রস্তুত নই। ঘর-বাড়ি, সন্তান-সন্তুতি কোরবান করা তো দূরের বিষয়। এমনকি দৈনন্দিন জীবনের সামান্য কোরবানি পর্যন্ত আমাদের সহ্য হয় না।

আর বাহ্যিকভাবে এটাই গণতন্ত্রের একমাত্র চাওয়া। যার ফলে দ্বীনের মূলনীতিসমূহের ব্যাপারেও কুফফারদের সাথে সমঝোতা করা হয় এবং তাগুতী শক্তির কাছে নিরাপত্তা ভিক্ষা চাওয়া হয়। এ দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো, জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ।

শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বাস্তবতাকে অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই। লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা থেকে বাঁচার জন্য অনেক পদ্ধতির দিকেই আহবান করা হয়; কিন্তু জিহাদ হলো এমন একটি পথ, যা বাস্তবিকপক্ষে লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেয়।

অথচ আজ আমরা সেই ইবাদত থেকে পলায়ন করছি, যাকে আল্লাহ তাআলা كتب عليكم القتال বলে ফরয করেছেন। এটাই বাস্তবতা যে, জিহাদের মাঝেই দ্বীনের হেফাজত রয়েছে। উম্মাহর ইজ্জত, সম্মান, সহায়তা ও নিরাপত্তা জিহাদের মধ্যেই নিহিত আছে। কুরআনের আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ জীবন জিহাদের ফরজিয়্যাত ও গুরুত্ব বর্ণনা করে।

আমার প্রিয় ভাইগণ! সমগ্র বিশ্বের মাজলুম মুসলমানদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তোষ থেকে বাঁচার একটিই পথ। আর এটি সুস্পষ্ট ও সরল পথ। এটি আল্লাহর সামনে বিনয়ী হওয়ার পথ। তাই দুনিয়ার গোলামি ছেড়ে দিয়ে খালেছ ইবাদত করা উচিত এবং পূর্ণজীবন আল্লাহর শরীয়াহ মোতাবেক আমল করা উচিত।

বর্তমানে শরীয়তের দাবি হলো, ময়দানে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া। জিহাদি দলের সাথে মিলিত হওয়া। এমন দলের সাথে মিলিত হতে হবে, যারা জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহকে কুফফারদের গোলামি ও প্রশাসনের অনুমতির সাথে শর্তারোপ করে না। আমরা যদি এমন মুজাহিদদের সাহায্য-সহায়তা করি; তাহলে মাজলুমদের সাহায্য করা হবে। আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়িত হবে। আর জিহাদের উদ্দেশ্য হতে হবে শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ। অথচ আমরা দাওয়াত ও জিহাদের এই নববী মানহাযের বিপরীত অন্য সকল গায়রে শরয়ী পথসমূহকে কল্যাণকর মনে করি।

প্রিয় ভাইয়েরা! ইন'শাআল্লাহ আল্লাহর সাহায্য বেশি দূরে নয়। আমি আরজ করছি যে, আমরা ও আপনারা দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। আর বিজয় ও ফলাফল আল্লাহর হাতে। সুতরাং আমরা যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করি; তাহলে রাস্তা যতই সংকীর্ণ বা প্রশস্ত হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রেই সফলতা আমাদের পদচুম্বন করবে। ইন'শাআল্লাহ।

জিহাদে সফলতা অর্জনের জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত ও শরীয়তের একনিষ্ঠ অনুসরণ পূর্বশর্ত। এক্ষেত্রে আমাদেরকে সামগ্রিকভাবে দলে দলে দাওয়াত ও জিহাদের সাথে মিলিত হতে হবে; তাহলে মিয়ানমার কেন সমগ্র বিশ্বে ন্যায়পরায়ণতার বরকতময় সূর্য অচিরেই উদিত হবে। এ কাজ মিয়ানমারের মুসলমান ও সারা বিশ্বের মাজলুমদের কী সাহায্য করতে পারে? ও সাহায্যের ধরন কিরূপ হতে পারে। এ বিষয়ে আগামী বৈঠকে আলোচনা হবে, ইন'শাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের মাজলুম জাতিকে সাহায্য করুন। এবং সে পথে পরিচালিত করুন, যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। যে পথে মাজলুমের সাহায্য হয়। আমীন!

মাজলুম রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাহায্যার্থে

মুসলিম উম্মাহর করণীয় কী?

তিতুমীর মিডিয়া:

نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ! আমরা আজ এমন এক নাজুক পরিস্থিতি অতিবাহিত করছি, যখন মিয়ানমার ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল জুড়ে আমাদের অসংখ্য রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনের আর্তনাদ আর শোকাতর অবস্থা বিরাজ করছে। আপনারা অবগত আছেন, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ও ন্যাড়া বৌদ্ধগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে অমানবিক নির্যাতন আর হিংস্র কার্যকলাপ চালিয়ে রোহিঙ্গা মুসলিমদের হত্যা করে চলছে। মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানি করে নির্মমভাবে হত্যা করছে। নিষ্পাপ শিশু-বাচ্চা এবং দুর্বল বৃদ্ধ নারী-পুরুষরাও পর্যন্ত এসব পশুদের হিংস্রতা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। শুধু প্রাণে বাঁচার জন্য লক্ষ লক্ষ মাজলুম রোহিঙ্গা মুসলিম নিজেদের ভিটে-বাড়ী ছেড়ে এ দেশে আশ্রয় নিয়েছে। দিনের পর দিন খোলা আকাশের নিচে অনেক মা ও শিশু অনাহারে পড়ে আছে। কোলের শিশুরা যখন ক্ষুধা আর পিপাসার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাতরায়, নিরুপায় মায়ের চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রু আর আত্মচিৎকারই হয় তখন একমাত্র সান্ত্বনা। হে উম্মাহ! কারা এই রোহিঙ্গা? কেন তাদের এমন অবস্থা? বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের কবল থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কি কোনো পথ নেই? আমরা আজ এ বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনার জন্য মুহতারাম শাইখ তামিম আল আদনানী হাফিজাহুল্লাহ এর কাছে উপস্থিত হয়েছি। প্রথমে আমরা মুহতারাম শাইখের কাছে জানতে চাইবো- আরাকান ও রোহিঙ্গা মুসলিমদের ইতিহাস সম্পর্কে। আর কিভাবে আরাকানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে?

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ):

الحمد لله الذى وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد

আরাকান! যা আজ মুসলিম উম্মাহর এক হারানো ইতিহাস; যেখানে লক্ষ লক্ষ মুসলিমের রক্ত ঝরেছে! ঝরেছে অসংখ্য মাজলুমানের অশ্রু! পৃথিবীর আর কোথাও মুসলিম মা-বোনদের এতটা আর্তনাদ ধ্বনিত হয়নি; যা এই আরাকানে হয়েছে। হে উম্মাহ! তোমাদের উপর মাজলুমানের ঋণের বোঝা কেবলই বেড়ে চলছে! কবে তোমরা এ ঋণ পরিশোধ করবে!?

আরাকান হলো বর্তমান রাখাইন রাজ্যের পূর্ব নাম। যা বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত, বর্তমান মিয়ানমারের একটি অঙ্গরাজ্য; কিন্তু এক সময় তা ছিল একটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য। আমীরুল মুমিনীন হারুনুর রশীদ রহ. এর শাসনামলে প্রায় ২৭২ হিজরীতে সেখানকার লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে। সেখানে মুসলিম বণিকদের আগমনের সুবাদে তাদের

অনেকেই ইসলামের দাওয়াত কবুল করার সৌভাগ্য লাভ করে। তারা ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতো। এমনকি মুসলিম শাসকগণ তাদের শাসন করতো। তারা আরাকানে অনেক মাসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। সেখানে মুসলিম বাচ্চাদের পবিত্র কুরআন হিফজ করানো হতো, দ্বীনের সঠিক শিক্ষা দেওয়া হতো। এ আরাকান ভূখণ্ড যে মুসলিমদের অধীনে ছিল, এর এক উজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে, এক সময় আরাকানের মুদ্রার উপর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখিত ছিল। আর তার অপর পৃষ্ঠে লিখিত ছিল ইসলামের প্রথম চার খলীফা আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের নাম; যা আরাকানের মুসলিমদের বিশুদ্ধ আকীদা-মানহাজের পরিচয় বটে। পরবর্তীতে আরাকান থেকে আশপাশের লোকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। আর মধ্যযুগে এ আরাকানকে রোহাং বলা হতো। এ রোহাং থেকে রোহিঙ্গা শব্দটির উৎপত্তি হতে পারে। আর আরাকানের পাশের ভূখণ্ড বার্মাতে ছিল বৌদ্ধদের বসবাস। বৌদ্ধরা বড় বড় মূর্তি তৈরী করে সেগুলোর পূজায় লিপ্ত থাকতো। আরাকান থেকে ইসলামের দাওয়াত যখন বার্মার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন থেকেই বৌদ্ধরা আরাকানের মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার মনোভাব দেখাতে থাকে এবং তারা ক্রমশ মুসলিমদের প্রতি হিংস্র হয়ে উঠে। বার্মার বৌদ্ধদের তুলনায় আরাকানের মুসলিমদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। শতকরায় হয়তো ১৫ জনের মতো হবে। এক সময় এ হিংস্র বৌদ্ধরা আরাকান আক্রমণ করে তা নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। এ হিংস্র বৌদ্ধরা আরাকান দখল করার পর থেকেই মুসলিমদের উপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়।

তিতুমীর মিডিয়া:

শাইখ! রোহিঙ্গাদের উপর মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের এমন হিংস্র দমন-পীড়ন কবে থেকে চলছে?

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ):

১৭৮৪ সাল পর্যন্ত আরাকান একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৭৮৫ সালে এক বৌদ্ধ রাজা আরাকান দখল করে প্রথম মুসলিমদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। মুসলিমদেরকে হত্যার এই ধারাবাহিকতা ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অতঃপর ১৯৬২ সালে সামরিক স্বৈরশাসক নে-উইনের ক্ষমতা দখলের পর থেকে রোহিঙ্গা

মুসলিমদেরকে নির্মূলের জন্য ধারাবাহিক হত্যাযজ্ঞের নতুন এক পর্ব শুরু হয়, যা এখনো চলছে। রোহিঙ্গা মুসলিমদের গণহত্যা ও নির্মূলের সকল প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ১৯৮২ সালে বৌদ্ধ সামরিক শাসকগোষ্ঠী রোহিঙ্গা মুসলিমদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয়। ফলে হাজারো বছর ধরে নিজ ভূখণ্ডে বসবাসরত রোহিঙ্গারা হয়ে যায় পরবাসী। বর্তমানে রোহিঙ্গা মুসলিমদের নিধনের লক্ষ্যে সূচি নামক নিকৃষ্ট কীট ও মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী একযোগে কাজ করছে।

তিতুমীর মিডিয়া:

সামরিক জান্তা ও বৌদ্ধ সন্ত্রাসীগোষ্ঠী তাদের ধর্মীয় মনোভাবের দরুন রোহিঙ্গাদের উপর এমন পাশবিক আচরণ করছে নাকি ভূখণ্ড দখলের উদ্দেশ্যে এমন হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে?

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ):

ভূখণ্ড দখলের জন্যই নয়; বরং শুধুমাত্র মুসলিম হওয়ার কারণেই আরাকানের রোহিঙ্গাদেরকে গণহারে হত্যা করে চলছে বৌদ্ধ সন্ত্রাসীগোষ্ঠী। শুধু মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও বৌদ্ধ সন্ত্রাসীগোষ্ঠীই নয়; বরং পুরো পৃথিবীতে যেখানেই কাফের-মুশরিকরা মুসলিমদের উপর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, তার মূল কারণ হচ্ছে ইসলাম। যেহেতু মুসলিমরা আল্লাহকে একমাত্র রব হিসেবে মেনে নিয়েছে, তাই কাফেরদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর এই নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন–

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

“যাঁদেরকে তাঁদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বের করা হয়েছে কেবল এ কারণে যে, তাঁরা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।” -সূরা হাজ্জ: ৪০

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ করেছেন–

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“তারা তাঁদেরকে শাস্তি দিয়েছিলো কেবল এ কারণে যে, তাঁরা পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিল।” -সূরা বুরুজ: ০৮

দেখুন! আরাকান, কাশ্মীর, ভারত, আফগান, সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়ামান, ফিলিস্তীন পৃথিবীর সর্বত্রই আজ কাফের-মুশরিকরা মুসলিমদের হত্যা করছে। আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো বিশ্ব মোড়ল সন্ত্রাসরা বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে, ড্রোন হামলা চালিয়ে মুসলিম এবং মুসলিমদের বাড়ি-ঘরগুলো ধ্বংস করছে। আর ভারতের হিন্দু গো-পূজারী ও মিয়ানমারের বৌদ্ধ ন্যাড়া সন্ত্রাসীরা আগুনে পুড়িয়ে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে, গুলি বিদ্ধ করে মুসলিম নিধন চালাচ্ছে। অথচ কাফির-মুশরিকদের অনুগত মিডিয়াগুলো প্রচার করে বেড়াচ্ছে, এসব কোনো ধর্মীয় বিরোধ নয়; ওই সব দেশের আঞ্চলিক সমস্যার কারণেই এমন ঘটনা ঘটছে। বাতিলের এসব মিথ্যা প্রচারনার শিকার হয়ে অনেক সাধারণ মুসলমান কাফেরদের সাথে মুসলিমদের চলমান এ কঠিন অবস্থাকে ওই সব দেশের আঞ্চলিক সমস্যাই মনে করছে। বর্তমানে যখন মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও বৌদ্ধ সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর মুসলিম নিধনের হিংস্র রূপ সারা বিশ্বের মুসলিমদের নিকট স্পষ্ট হয়ে পড়েছে, মুসলিমরা বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করেছে। ঠিক তখনি কাফের-মুশরিক ও তাদের অনুগত গোলামরা প্রচার করতে শুরু করেছে, এটা ধর্মীয় কোনো বিরোধ নয়, এখানে ধর্মকে টেনে আনা উচিত নয়; আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণে এসব ঘটনা ঘটছে। আসলে সাধারণ মুসলিমদের আন্দোলন ও জিহাদ বিমুখী করার জন্যই কাফের-মুশরিকরা জাতিগত এ ধরনের মিথ্যা বুলি প্রচার করছে। সুতরাং মিয়ানমার সহ পৃথিবীর যে প্রান্তেই কাফের-মুশরিকরা মুসলিমদের উপর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, তার একমাত্র মূল কারণ হলো ইসলাম ও মুসলিমদের নির্মূল করা।

তিতুমীর মিডিয়া:

শাইখ! মিয়ানমারে বসবাসরত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথেও কি বৌদ্ধরা এমন অমানবিক আচরণ করছে নাকি শুধু মুসলিমদের সাথেই তারা এমন নিষ্ঠুরতম অমানবিক আচরণ করছে?

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ):

আমরা যদি বাস্তবতার দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো– অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীদের সাথে নয়, শুধুমাত্র মুসলিমদের সাথেই মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও বৌদ্ধ সন্ত্রাসীগোষ্ঠী এমন নিষ্ঠুরতম অমানবিক আচরণ করছে। মিয়ানমারের জনসংখ্যার প্রায় ৪% মুসলিম এবং প্রায় ৪% খ্রিস্টান। মিয়ানমারের কারেন প্রদেশ, যাকে বর্তমানে কায়িন প্রদেশ বলা হয়; এ প্রদেশের প্রায় ১৫% নাগরিক খ্রিস্টান। এ কারেন বিদ্রোহীরা দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনতার জন্য বার্মার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও উক্ত প্রদেশের খ্রিস্টান কিংবা অন্য কারোরই নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়নি কিংবা সেই এলাকায় এ ধরনের হত্যাযজ্ঞও চালানো হয়নি। অথচ কারেন বিদ্রোহীরা হাজার হাজার বার্মিজ সৈন্যকে হত্যা করেছিল। যেহেতু তারা বৌদ্ধ ও

খ্রিস্টান; তাই তাদের সাথে রোহিঙ্গা মুসলিমদের অনুরূপ কোনো আচরণ করা হয়নি। এমনকি ২০১২ সালে কারেন বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করেছিল মিয়ানমারের সরকার। রোহিঙ্গা মুসলিমরা ছাড়া আর কোন ধর্মাবলম্বীরা মিয়ানমার থেকে অন্য দেশে পাড়ি জমিয়েছে? আর কোন ধর্মের লোকদের রক্তে মিয়ানমারের মাটি রঞ্জিত হয়েছে? আর কোন ধর্মের লোকদের লাশ নাফ নদ আর বঙ্গোপসাগরে ভেসে উঠেছে?

সুতরাং এটা পরিস্কার– শুধু মুসলিমদের নিধন করাই হচ্ছে এ বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের মূল টার্গেট। দেখুন, কিছু হিন্দু পরিবারও এ সহিংসতায় বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। সূচির সাথে মোদীর সাম্প্রতিক বৈঠক এবং চলমান ইস্যুতে ভারতের মিয়ানমারের প্রতি সমর্থন প্রমাণ করে, কতিপয় হিন্দুদের সাথে যা হচ্ছে; এগুলো নাটকীয়তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিতুমীর মিডিয়া:

শাইখ! এবার আমরা জানতে চাইবো– যে সমস্ত রোহিঙ্গা মুসলিম সীমান্ত পেরিয়ে এ দেশে এসে পৌঁছেছে বা যারা আসার চেষ্টা করছে, তাদের সাথে এ দেশের মুসলিমদের কেমন আচরণ করা উচিত? বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর এ ক্ষেত্রে কী করণীয়?

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ):

এ দেশের মুসলিমরা যদি সত্যিকার অর্থে নিজেদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রকৃত উম্মত হিসেবে আল্লাহর সামনে পরিচয় দিতে চান, তাহলে তাদের উচিত রোহিঙ্গা মুসলিমদের ক্ষেত্রে ঠিক সেরকম আচরণ করা, যেমনটি তারা তাদের রক্তের সম্পর্কিত ভাই-বোনের সাথে করে থাকে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন–

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ ، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

"সমস্ত মুসলিম এক ব্যক্তির মতো। যদি তার চোখ ব্যথা প্রাপ্ত হয়, তাহলে তার পুরো শরীর ব্যথা প্রাপ্ত হয়। আর যদি তার মাথা ব্যথা প্রাপ্ত হয়, তাহলে তার পুরো শরীর ব্যথা প্রাপ্ত হয়।" -মুসলিম: ৬৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন–

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"পরস্পর ভালোবাসা, দয়া ও অনুগ্রহে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হলো একই শরীরের মতো। যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার বাকি সব অঙ্গ বিনিদ্রা ও জ্বরের শিকার হয়।" -বুখারী: ৬০১১, মুসলিম: ২৫৮৬

রোহিঙ্গা মুসলিমদের এ কঠিন বিপদে আমাদের অবশ্যই ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাদেরকে পুশব্যাক করে জালিমদের হাতে তুলে দেওয়া, এটা কিভাবে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব হতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

المسْلِمُ أَخُو المسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ

"এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তাকে অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না।" -বুখারী: ২৪৪২, মুসলিম: ২৫৮০

যেসব অবস্থায় সকল ইমামের ঐক্যমতে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়, বর্তমানে নিঃসন্দেহে আরাকানে সেই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরযে আইন হলো তারা তাদের অর্পিত এ দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করবে। সারা বিশ্বের মুসলিমদের উচিত আরাকানের মুসলিমদেরকে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করা, যাতে তারা অত্যাচারী খুনীদের হাত থেকে আরাকানকে মুক্ত করতে পারে এবং তাদের অধিকার প্রাপ্ত হয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের ভূখণ্ডে বসবাস করতে পারে।

তিতুমীর মিডিয়া:

শাইখ! আমাদের দেশের প্রশাসন রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে এক ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য করে থাকে, তাদের উপর নানা অপকর্মের দোষ চাপায়; সরকারের এমন অভিযোগের কতটুকু বাস্তবতা রয়েছে?

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ):

একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু মন্দ লোক থাকে, তাই বলে তাদেরকে দিয়ে পুরো একটি জনগোষ্ঠীকে বিচার করা সম্পূর্ণ বেইনসাফী। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের কিছু নাগরিকও মাঝে মাঝে বিভিন্ন অপকর্মের কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়। এখন কেউ যদি পুরো দেশের মানুষকে সেই অভিযোগে অভিযুক্ত করে, এটা কি আমরা নিজেদের বেলায় মেনে নেবো? অথচ আমরা ঠিক সেই কাজটিই করছি, যা নিজেদের বেলায় পছন্দ করছি না। রোহিঙ্গাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি মন্দ থাকতে পারে; কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে পুরো জনগোষ্ঠীকে একই রকম মনে করা একেবারে জুলুমের শামিল। আমরা বরং দেখছি, সীমান্ত দিয়ে যে সব চোরা-কারবারি বিভিন্ন নিষিদ্ধ পণ্য নিয়ে আসে, তারা বেশির ভাগই সরকার সংশ্লিষ্ট লোক।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই সীমান্তবর্তী কিছু লোকের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন অপকর্ম করিয়ে থাকে। অথচ তাগুত সরকার তার নিজের লোকদের দোষী সাব্যস্ত না করে অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের ঢালাওভাবে অভিযুক্ত করে থাকে। আসলে এ তাগুত সরকার দেশের জনসাধারণের সামনে রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে খারাপভাবে উপস্থাপন করার জন্য নানা বিরূপ

মন্তব্য করে থাকে। কিন্তু সারা দেশজুড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হাজার হাজার বদরুল-তুফানদের দমাতে তাদের কোনো ভূমিকা নেই।

তিতুমীর মিডিয়া:

বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এক বীরত্বপূর্ণ জাগরণ রোহিঙ্গা মুসলিমদের মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে। শাইখ! ঠিক কবে থেকে এমন জাগরণ শুরু হয়েছে?

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ):

বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এ জাগরণ একেবারে সহসা শুরু হয়নি। যুগ যুগ ধরে রোহিঙ্গা মুসলিমরা বৌদ্ধদের নৃশংস দমন-পীড়নের শিকার হয়ে আসছিল। আর এ কারণেই তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল। তবে বর্তমানে যে জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে তার শুরু সম্ভবত ২০১৩ সাল থেকে। কারণ ২০১২ সালে মিয়ানমারের জান্তা সরকার ও বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা ব্যাপকভাবে মুসলিমদেরকে হত্যা করে। এরপরই নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বাসনায় রোহিঙ্গা মুসলিমরা বৌদ্ধ সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য সংগঠিত হতে থাকে। অতঃপর ২০১৬ সালে পুনরায় রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে গণহারে হত্যা করে সামরিক জান্তা ও বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা। তখন এ জাগরণ আরও বেগবান হয়। বর্তমানে যখন মিয়ানমার সরকার আরাকানের মুসলিমদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূলের পরিকল্পনা গ্রহণ করে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে; তখন আরাকানের মুসলিম জনসাধারণ তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তায় একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে বেছে নেয়। যা আমরা বর্তমান পরিস্থিতি দেখেই বুঝতে পারছি– রোহিঙ্গাদের সাধারণ শ্রেণীর লোক পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতার জন্য, নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হওয়ার মনোভাব দেখাচ্ছে।

তিতুমীর মিডিয়া:

বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বর্তমানে যে সব রোহিঙ্গা মুসলিম

রুখে দাঁড়িয়েছে, তাদেরকে নিয়ে নানান জন নানান মন্তব্য করছে। প্রকৃত পক্ষে তাদের ব্যাপারে মুসলিমদের কেমন ধারণা পোষণ করা উচিত?

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ):

মুসলিম উম্মাহর চরম নির্যাতিত একটি জনগোষ্ঠীর এ জাগরণ নিয়ে একজন মুসলিম কিছুতেই মন্দ ধারণা পোষণ করতে পারে না। শুধুমাত্র অজ্ঞ ও রোগাক্রান্ত অন্তরের অধিকারীরাই আরাকানের মুসলিমদের এ নব জাগরণকে ভিন্ন চোখে দেখতে পারে। তাদের ব্যাপারে মুসলিমদের সেই ধারণাই পোষণ করা উচিত, যা তারা নিজেদের রক্তের সম্পর্কের ভাইয়ের ক্ষেত্রে পছন্দ করে। এটিই একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"তোমাদের কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবে।" -বুখারী: ১৩, মুসলিম: ৪৫

আমরা কি নিজেদের ব্যাপারে এটা পছন্দ করি যে, আমরা কোনো জালিম শাসকের অধীনস্থ হয়ে থাকবো? অত্যাচারীর অত্যাচারের শিকার হয়ে পরাধীনতার গ্লানি সইতে থাকবো? মা-বোনদের বর্বর পশুদের হাতে ধর্ষিত হতে দেখবো? না, কেউই তো এমন পছন্দ করি না। তাহলে যারা নিজেদের ভূমিতে থেকে প্রতিনিয়ত দেখছে, বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা তাদের পরিবার-পরিজনদের হত্যা করছে, মা-বোনদের ধর্ষণ করে আনন্দ-উল্লাস করছে। মুসলিমদের বাড়ী-ঘরগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এসব মাজলুম মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবে বসবাসের স্বাধীনতা লাভ করুক। স্বাধীনতার জন্য জালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক! এটাকে কেন আমরা অপছন্দ করবো? এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যদি ইতিবাচক মনে করা হয়, তাহলে মাজলুম রোহিঙ্গা মুসলিমদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নেতিবাচক মনে করা হবে কেন?

আমরা যদি এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখবো ১৯৭১ সালের পূর্ব থেকেই এ দেশের মানুষ পাকিস্তানের জালিম শাসকদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছিল। ধীরে ধীরে এ দেশের মানুষের মাঝে জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এক প্রতিবাদী মেজাজ তৈরি হতে থাকে। আর এমন মেজাজের ফলেই এক সময় এ দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। আশা করি, রোহিঙ্গা মুসলিমদের এই ঐক্যবদ্ধ জাগরণও ওকানো একদিন সফলতার মুখ দেখবে। ইন'শাআল্লাহ!

তিতুমীর মিডিয়া:

শাইখ! সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে আমরা দেখছি, মুসলিম জনসাধারণ এ দেশের সরকার সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের শাসকদের কাছে মাজলুম রোহিঙ্গাদের সাহায্যের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করছে। মিয়ানমারে মুসলিম দেশগুলোর সামরিক বাহিনী পাঠানোর জন্যও আবেদন জানাচ্ছে। শাইখ! বাস্তবিকভাবে মুসলিম দেশগুলোর শাসকবর্গ এ ক্ষেত্রে কেমন ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে আপনি মনে করেন?

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ):

সত্যিকার অর্থে সাধারণ মুসলিমগণ মুসলিম দেশগুলোর শাসকদের ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত নন। তাই তারা এসব শাসকদের কাছে আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে সহায়তার আবেদন জানাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এসব শাসকবর্গ আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য কিছুই করবে না।

মৌখিকভাবে যেসব প্রতিবাদ তারা করছে, তা নিতান্তই তাদের দেশের মুসলিম জনগণকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যই বলে থাকে। যাতে জনগণের কাছে তাদের কাফেরদের পক্ষ অবলম্বনের প্রকৃত রূপটা গোপন থাকে। বাস্তবিকপক্ষে এসব শাসকেরা তাদের নিজ নিজ দেশে ইসলামকে নির্মূল করার জন্য ক্রুসেডারদের সাথে মিলে তাওহীদবাদীদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যারা নিজেরাই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ; তারা কীভাবে আরাকানের মুসলিমদেরকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে যেতে পারে। বিগত বৎসরগুলোতেও এসব শাসক শ্রেণী ও তাদের পা-চাটা গোলাম বাহিনী মাজলুম মুসলিমদের সাহায্যের লক্ষ্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তাক করেনি। বর্তমানেও এরা বসে বসে মুসলিম নিধনই প্রত্যক্ষ করছে। তো ভবিষ্যতে এদের থেকে আমরা আর কী আশা করতে পারি!? মাজলুম রোহিঙ্গা মুসলিমদের জালিমের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য এদের মাঝে যদি ন্যূনতম সদিচ্ছা থাকতো, তাহলে কাফেরদের হাতে শুধু একজন মুসলিমের হত্যার খবর শুনেই এরা কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শুনতে পেলেন, মক্কার কাফেররা উসমান রাযি. কে হত্যা করেছে কিংবা বন্দী করে রেখেছে। তখন তিনি শুধুমাত্র এই একজন উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বা তাঁকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি করার জন্য প্রায় ১৪০০ জন সাহাবা থেকে জিহাদের বাইআত নিলেন। অথচ বর্তমানে কাফের-মুশরিকরা হাজার হাজার মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করে চলছে, আর এসব শাসকেরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে। কেউবা কিছু ত্রাণ পাঠিয়ে, দু'একটা বক্তব্য ঝেড়ে বিশাল দায়িত্ব আদায় করেছি মনে করছে। বস্তুত এরা জাতিসংঘকে খুশি করতে দূর-দূরান্তে সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত সৈন্য প্রেরণ করতে পারে; কিন্তু নির্যাতিত মুসলিমদের রক্ষার জন্য পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারের প্রতি একটু শক্ত আওয়াজও করতে রাজি নয়!

তিতুমীর মিডিয়া:

মুহতারাম শাইখ! আমরা দেখছি, বরাবরই জাতিসংঘের মাধ্যমে সমস্যা নিরসন করার দাবি উঠছে। আসলে জাতিসংঘের মাধ্যমে কি কখনো এ সমস্যার সমাধান হবে?

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ):

জাতিসংঘ নামক এই সংস্থাটি সম্পর্কে যারা অবগত আছেন, তারা এ ধরনের কাল্পনিক চিন্তা করার কথা নয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের যে ৫ টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই নিজ দেশ কিংবা অন্য মুসলিম দেশে সরাসরি মুসলিমদের হত্যা করে যাচ্ছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। সুতরাং নির্বিচারে মুসলিমদের হত্যাকারী দেশেগুলোর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সংস্থার মাধ্যমে আরাকানের মুসলিমদের সমস্যার সমাধান করার চিন্তা করা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। জাতিসংঘের মাধ্যমে যারা আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিমদের সমস্যার সমাধানের চিন্তা করছে, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরের জন্য জাতিসংঘ কী করেছে? আমাদের প্রথম কিবলা মাসজিদে আকসা এবং দখলকৃত ফিলিস্তীন উদ্ধারের জন্য জাতিসংঘ আজ পর্যন্ত কী করেছে? কিছুই করেনি। বরং মুসলিমদেরকে ইসলামের শত্রুদের পদানত করে রাখার লক্ষ্যেই এ জাতিসংঘের জন্ম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– الكفر ملة واحدة অর্থাৎ মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমস্ত কুফরীশক্তি ঐক্যবদ্ধ। এ জাতিসংঘ নামক কুফফার সংঘই হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ কাফের-মুশরিকদের মূল কেন্দ্রস্থল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟

قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

"অচিরেই কাফের জাতিসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে এমনভাবে আহ্বান করবে। যেভাবে আহারকারী ব্যক্তিরা একে অপরকে খাবারের পাত্রের দিকে আহ্বান করে। অতঃপর এক ব্যক্তি বললো, সেদিন কি আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে এমন হবে? তিনি বললেন, বরং তোমরা সেদিন সংখ্যায় অনেক হবে; কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে ওয়াহান ঢেলে দেবেন। এরপর এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! 'ওয়াহান' কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।" -আবু দাউদ: ৪২৯৭

বর্তমানে এ কুফফার সংঘের নেতৃত্বেই কাফের রাষ্ট্রগুলো মুসলিম নিধনে পরস্পরকে উষ্ণ আহ্বান জানাচ্ছে। সবাই একসাথে সমবেত হচ্ছে।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহকে এ সত্য অনুধাবন করতে হবে, দুনিয়ার কোথাও মুসলিমদের অধিকার রক্ষার জন্য জাতিসংঘ এগিয়ে আসেনি। বরং তাদেরই এঁকে দেওয়া ছক অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে মুসলিম নিধন চলছে। বস্তুত তারা নিজেদের প্রকৃত খোলস ঢাকার জন্য মাঝে মাঝে নির্যাতিত মুসলিমদের প্রতি মায়া-দরদ দেখায় আর গোপনে গোপনে মুসলিম হত্যায় ইন্ধন জোগায়। যেসব মুসলিমরা জাতিসংঘের কাছে সমাধান আশা করেছে, তাদের আশা সর্বদাই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে।

তিতুমীর মিডিয়া:

জাযাকুমুল্লাহ শাইখ! এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জানতে চাচ্ছি, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী এ পরিস্থিতিতে সমাধানের পথ কী? এবং মাজলুম রোহিঙ্গা মুসলিমদের

সাহায্যার্থে আমাদের করণীয় কী?

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ):

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী এ পরিস্থিতিতে সমাধানের পথ হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহকে তাওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা। ইসলামের শত্রু-মিত্রকে চেনা এবং আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা তথা আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা এ আকীদার ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত করা। অতঃপর ইসলাম ও মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নির্দেশের আলোকে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া।

মাজলুম মুসলিমদের সাহায্যার্থে আমাদের কী করণীয়? এ

ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা নিসার ৭৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন–

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা আর্তনাদ করে বলছে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে উদ্ধার করুন। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।” -সূরা নিসা: ৭৫

সুতরাং মাজলুম মুসলিমদের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে জিহাদ করা ব্যতীত অন্য কোনো পথ নেই।

তিতুমীর মিডিয়া:

শাইখ! মুসলিম জনসাধারণের কেউ কেউ এমন কথাও বলে থাকে যে, আল্লাহ এসব জালিমদের কেন পাকড়াও করছেন না? আল্লাহ তো সবই দেখছেন, তবুও কেন জালিমদের শাস্তি দিচ্ছেন না? অনেকে আবার বলে থাকে, বর্তমানে আমাদের আল্লাহর কাছে দুআ আর কান্নাকাটি করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এ সমস্ত লোকের এ ধরনের উক্তি কতুটুকু যথাযথ?

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ):

আসলে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ’র সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণেই অনেকে এমন কথা বলে থাকে। আল্লাহ কেন জালিমদের শাস্তি দিচ্ছেন না? কেন ইসলামের শত্রুদের ধ্বংস করছেন না? এ ধরনের বিভিন্ন কথা বলে তারা কেবল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাই প্রকাশ করছে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা তাওবাহ’র ১৪ নং আয়াতে মুসলিমদের লক্ষ্য করে সুস্পষ্টভাবে আদেশ করেছেন–

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

قَاتِلُوهُمْ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ আল্লাহ তোমাদের হাত দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেবেন। وَيُخْزِهِمْ এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করবেন। তাহলে দেখুন, ইসলামের শত্রুদের শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতি আল্লাহ বলে দিয়েছেন, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। মুসলিমরা যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলিমদের হাতে কাফেরদের শাস্তি দেবেন। কাফেরদের দম্ভ-দাপটকে ধ্বংস করে দেবেন। তো বিষয়টা একেবারে পরিষ্কার, শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতিও আল্লাহ বলে দিয়েছেন আর তা হচ্ছে কিতাল এবং শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমও তিনি বলে দিয়েছেন, তা হচ্ছে আমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। সুতরাং যারা কিতাল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজ নিজ অবস্থানে বসে থেকে ইসলামের শত্রুদের ধ্বংসের স্বপ্ন দেখছে; তা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বর্তমানে আমরা যদি পুরো বিশ্বের যুদ্ধক্ষেত্রগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো– মুজাহিদীনদের হাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইসলামের শত্রুদের শাস্তি দিচ্ছেন এবং ইসলামের শত্রুদের লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতিই প্রত্যক্ষ করাচ্ছেন, ক্রমশ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য হ্রাস পাচ্ছে।

আর যারা বলে থাকে, বর্তমানে আমাদের আল্লাহর কাছে দুআ আর কান্নাকাটি করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। দেখুন এ ধরনের কথা-বার্তাও তারা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ’র আহকাম থেকে বিমুখ থাকার কারণেই বলে থাকে। সূরা নিসার ৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের লক্ষ্য করে কী আদেশ করেছেন?

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না? অথচ দুর্বল পুরুষ,নারী ও শিশুরা আর্তনাদ করে বলছে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে উদ্ধার করুন। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।” -সূরা নিসা: ৭৫

আজ যখন রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে গণহারে হত্যা করা হচ্ছে, মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করে বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা উল্লাস করছে। মুসলিম মিল্লাতকে অপমানিত করার জন্য এমন নৃশংস ধর্ষণ চিত্র ভিডিও ধারণ করে তারা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মুসলিম মা-বোনদের বিবস্ত্র করে শরীরে আগুন ধরিয়ে ন্যাড়া সন্ত্রাসীরা হাসি-তামাশা করছে। ছোট্ট শিশু পর্যন্ত নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ

মুসলিম নারী-পুরুষ যখন নিজের বাসস্থান হারিয়ে সীমান্তের কাঁটাতারের পাশে ক্ষুধা-পিপাসায় আর্তনাদ করছে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে বসে বসে শুধু দুআ-কান্নাকাটি করাকেই কি আল্লাহ আমাদের জন্য করণীয় নির্ধারণ করেছেন? নাকি সুস্পষ্ট বিধান কিতালের আদেশ করেছেন?

পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'র এমন সুস্পষ্ট আদেশ বর্ণিত হওয়ার পরেও যারা বলছেন, বর্তমানে আমাদের দুআ আর কান্নাকাটি করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, তাদেরকে কী আর বলার আছে? আফসোস! তারা যদি এ আয়াতে কারীমাহ ভালোভাবে অনুধাবন করতো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরাত অধ্যয়ন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতো! সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়, যখন এক শ্রেনীর উলামাদের মুখ থেকে এমন কথা শোনা যায় যে, বর্তমানে আমাদের দুআ আর কান্নাকাটি করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। দেখুন, আমরা দুআ-কান্নাকাটি করাকে ছোট করে দেখছি না; বরং অবাক হই, যখন শুনতে পাই, এ ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। আমরা অবশ্যই মাজলুম মুসলিমদের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তাদের মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করবো, আমাদের অশ্রু ঢেলে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবো। এবং আল্লাহর আদেশ কিতালের উপরও আমল জারি রাখবো। যারা একেবারে এ পথে নতুন, তারা কিতালের ই'দাদ তথা প্রস্তুতি গ্রহণ করবো। অর্থাৎ দোআ-কান্নাকাটির আমল তো চলবে আল্লাহর রাস্তায় জালিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পাশাপাশি। আর এ শিক্ষাই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরাত থেকে পাই। বদরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম সৈন্যদের শ্রেণীবিন্যাস করে আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন–

اَللّٰهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اَللّٰهُمَّ إِنِّ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ و وَعْدَكَ

হে আল্লাহ! তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা পূর্ণ করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা কামনা করছি।

اَللّٰهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هذه الْعِصَابَةَ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدْ اَللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا

হে আল্লাহ! তুমি আজ যদি এ ঈমানদারদের দলকে ধ্বংস করে দাও, তবে এ যমীনে আর তোমার ইবাদাত করা হবে না। হে আল্লাহ! তুমি কি এটা চাও যে, আজকের পর আর কক্ষনো তোমার ইবাদাত করা না হোক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহর দরবারে দুআ-কান্নাকাটি করেছেন।

কিন্তু আজ যারা জিহাদ-কিতালের পথ ছেড়ে নিজেদের খানকা আর গৃহে অবস্থান করে দুআ-কান্নাকাটির ছবক দিচ্ছেন, তা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমালের বিপরীত।

সুতরাং আমরা এটাই বলবো যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর করণীয় হচ্ছে, তারা জালিমদের কবল থেকে মাজলুমদের রক্ষার জন্য জালিমদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাবে। মুসলিমদের ঝরে পড়া প্রতিটি রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আর মহান আল্লাহর কাছে দুআ-কান্নাকাটির মাধ্যমে মাজলুম উম্মাহর মুক্তি ও ইসলামের বিজয় প্রার্থনা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সীরাত এবং সাহাবায়ে কেরামগণের আলোকিত জীবনী থেকে আমরা এ শিক্ষায় পেয়ে থাকি।

তিতুমীর মিডিয়াঃ

আলহামদু লিল্লাহ! শাইখ, অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেছেন। আশা করি, প্রিয় পাঠক! রোহিঙ্গা মুসলিমদের সমস্যাগুলো দূরীকরণ এবং তাদের স্থায়ী সমাধানের জন্য বর্তমানে আমাদের কী করণীয়? তা আমরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তাঁর আদেশ পালন করে মাজলুমানের পাশে ছুটে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আর তিতুমীর মিডিয়ার পক্ষ থেকে আমরা মুহতারাম শাইখ তামিম আল আদনানী হাফিজাহুল্লাহ এর প্রতি আন্তরিক মুবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদেরকে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। মুহতারাম শাইখ! জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা!

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ)ঃ

আলহামদু লিল্লাহ! জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিতুমীর মিডিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ভাইকে কবুল করুন। তাদের নেক প্রচেষ্টায় বারাকাহ দান করুন। এবং মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁরই দ্বীন বিজয়ী করার লক্ষ্যে এবং মাজলুম উম্মাহর সাহায্যের তরে শাহাদাতের পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন! আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন!

মোল্লা উমর
উম্মাহর এক অকৃত্রিম বন্ধুর গল্প

— মুসাল্লাহ কাতিব

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ. ছিলেন এ বিজয়ী উম্মাহর এক কিংবদন্তী মহানায়ক এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এক সুদৃঢ় ঢাল। যিনি বাদশাহী ত্যাগ করেছেন; তবুও দ্বীনের পতাকাকে নিচু হতে দেননি। পৃথিবীর বুকে দ্বীনের সূর্যকে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত করে আবারও প্রমাণ করেছিলেন যে, ইসলাম কখনো কারো অধীনতা বরদাশত করে না; বরং সর্বদা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেই পছন্দ করে। বন্ধুত্ব এবং শত্রুতার ক্ষেত্রে কিছু অনুপম দৃষ্টান্ত মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ. এর জীবনকে আজও স্মরণীয় ও অলঙ্কৃত করে রেখেছে। মুমিনদের প্রতি তাঁর দায়িত্বশীলতা ও ভালোবাসা আর কুফরের প্রতি তাঁর কঠোরতা ও বিদ্বেষ ছিল সত্যিই বে-নজির। 'ওয়ালা-বারা' এর মূলনীতির ক্ষেত্রে তিনি কারো রক্তচক্ষু বা নিন্দাকে পরওয়া করেননি। নিম্নে তাঁর জীবন থেকে দু'টি ঘটনা পেশ করছি; যা দ্বারা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রমাণিত হয়।

এক. ২০০১ সালের মার্চ মাস। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীন ও সর্ব বৃহৎ দু'টি বৌদ্ধমূর্তি; যা আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশে অবস্থিত ছিল। তৎকালীন ইসলামী ইমারাতের আমীর মোল্লা উমর রহ. মূর্তির অপবিত্রতা থেকে ইসলামী ইমারাতকে পবিত্র করার এক সাহসী পদক্ষেপ নিলেন। মিথ্যা ও শিরকের 'সিম্বল' সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হারানো সুন্নাহকে আবার বাস্তবায়ন করলেন। এ ক্ষেত্রে বামিয়ানের প্রাচীন ও বৃহৎ মূর্তিদুটিও রক্ষা পায়নি। পৃথিবীর সমস্ত শয়তানি শক্তি ও তাদের আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, এমনকি নামধারী মুসলিম দেশসমূহ পর্যন্ত এই মূর্তি রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বিশ্বের অনেক উলামায়ে সূ মূর্তি রক্ষার পক্ষে ফতোয়াও দিয়েছিল। হিকমতপন্থীরাও আপাতত মূর্তি না ভাঙতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মোল্লা উমর রহ. এর এই অটল সিদ্ধান্তের কারণে সমস্ত কাফের-মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদাতে এক চরম আঘাত লেগেছিল। মোট কথা, গোটা বিশ্ব তখন এই নাপাক মূর্তি রক্ষায় এক জোট হয়ে তালেবানদের বিরোধিতা করেছিল; কিন্তু তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি আর নিন্দার ঝড় আমীরুল মুমিনীন রহ. কে হক্ব থেকে একটুও টলাতে পারেনি। আর এভাবেই আল্লাহ তাআলা সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর এমনভাবে আঘাত করলেন যে, মিথ্যা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। ফলে বামিয়ানের মিথ্যা রবের প্রতিকৃতি ধুলার সাথে মিশে গেল এবং ইসলামী ইমারাত পবিত্র হয়ে গেল মূর্তি থেকে। নিশ্চয়ই তাঁর এ পদক্ষেপ কুফরের প্রতি 'বারাআত' বা শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ বৈ কিছুই ছিল না।

দুই. মুসলমানদের প্রতি মোল্লা উমর রহ. ছিলেন অনেক সদয় ও উদার। বিশেষ করে, আরব মুজাহিদীনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। ৯/১১ এর বরকতময় হামলার পর আমেরিকা যখন শহীদ শায়খ উসামা রহ.-কে তাদের নিকট হস্তান্তর করতে চাপ দেয়, এমনকি গোটা বিশ্বের উলামায়ে কেরাম আমীরুল মুমিনীনকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, একজন ব্যক্তির জন্য বহুল প্রতীক্ষিত এবং পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইসলামী ইমারাতকে ধ্বংস হতে না দিয়ে বরং উসামাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়াই উত্তম হবে। জবাবে আমীরুল মুমিনীন যা বলেছিলেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বলেছিলেন, "উসামা আমাদের মেহমান। তাঁকে শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। এমনকি যদি হারামাইনের ভূমি থেকে একটি কুকুরও আমাদের নিকট আশ্রয় নিতো; তবুও আমরা তাকে তাদের নিকট হস্তান্তর করতাম না।" উলামায়ে কেরামকে তিনি বলেছিলেন, "আপনারা উসামাকে হস্তান্তরের জন্য একটি শরয়ী দলীল নিয়ে আসেন; তাহলে আমি তাঁকে হস্তান্তর করতে দ্বিধা করবো না।" তাঁর এই উত্তর শুনে উলামায়ে কেরাম লা-জওয়াব হয়ে গিয়েছিলেন। এবং তারা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ইনি তো এ যুগের মানুষ নন; বরং ইনি সাহাবায়ে কেরামের যামানার মানুষ। শায়খ উসামা রহ.-কে হস্তান্তর না করায় আমেরিকা আফগানিস্তানে ইতিহাসের সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ও বর্বরোচিত হামলা শুরু করে। ফলে ইসলামী ইমারাত এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। আমীরুল মুমিনীন একজন মুমিনের জান-মাল হেফাজতের জন্য নিজেদের জান-মাল এমনকি একটা বিশাল রাজত্ব পর্যন্ত নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিয়ে দিলেন। পতনের সঙ্গীন মুহূর্তেও আশ্রিত আরব মুজাহিদীন ও তাঁদের পরিবারকে নিরাপদে বের হওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। যা তাঁর দায়িত্বশীলতা, ভালোবাসা ও যোগ্য নেতৃত্বের প্রমাণ বহন করে। নিশ্চয়ই এ পদক্ষেপ ছিল তাঁর 'আল ওয়ালা' অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কিঞ্চিৎ নমুনা মাত্র। আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. এর জীবনে 'ওয়ালা-বারা'র এমন অনেক আপোষহীন ঘটনা রয়েছে, যা এ উম্মাহর জন্য অনুসরণীয়। উম্মাহর এ ক্রান্তিলগ্নে এমন নিবেদিতপ্রাণ, আত্মমর্যাদার অধিকারী নেতার খুবই প্রয়োজন ছিল।

এরা কাফের

এদের সাথে যুদ্ধ ছাড়া কোনো সহমর্মিতা নেই

[ইসলামের শত্রুদের ব্যাপারে আফগানী সাধারণ জনগণের এমনই পোক্ত বিশ্বাস]

এ পর্বটি রেকর্ড করার পূর্বে আমি এক ভাইয়ের সাথে তোরাবোরার অবরোধ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি আমাকে হোমসের অবরোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এ অবরোধটি ছিল সিরিয়ার হোমসে আমাদের জনগণের উপর অবরোধ। কিভাবে সেখানে জাতিসংঘ তাদের ধোঁকা দিয়েছিল! এই দূষিত-দুষ্কর্মা সংগঠনটি, যা নিয়ন্ত্রিত হয় বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ পাঁচটি অপরাধী দেশ দ্বারা। এরা বিশ্ব জুড়ে মানুষদের কাছে মানবাধিকারের কথা বলে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ওখানে অধিকার শুধু এই পাঁচটি দেশের জন্যই। এরা ঘোষণা দেয় এবং দাবি করে ''আমরা প্রতিটি মানুষকে সমানভাবে মূল্যায়ন করি" কিন্তু আসলে এরা ধোঁকা দিচ্ছে, যা আমি পূর্বে আমার কিতাব 'ফুরসান তাহ্‌তা রয়াতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' নামক কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণে আলোচনা করেছিলাম।

আমি বলেছিলাম, এই দূষিত-দুষ্কর্মা সংগঠনটি কোনো প্রকার ধর্মীয় বৈষম্য ছাড়াই সকল মানুষকে সমভাবে মূল্যায়ন করে। বাস্তবতা হচ্ছে এ কথার মধ্য দিয়ে তারা দু'টি প্রধান বিভাজনকে গোপন করে, যার মাধ্যমে তারা মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে।

প্রথমটি হচ্ছে জাতীয়তা ভিত্তিক বিভাজন: এ বিভাজনের মাধ্যমেই তারা এ উম্মাহর মাঝে বিভেদ তৈরি করে। যেখানে আমরা সমস্ত মুসলিম একটা জাতি, একটা উম্মাহ, সেখানে তারা এটা মিশরীয়, এটা ভারতীয়, এটা পাকিস্তানী বলে বিভাজন সৃষ্টি করে। আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, উম্মতে মুসলিমাকে ৫০ টিরও বেশি রাষ্ট্রে ভাগ করা, যেখানে এটি একটি একক রাষ্ট্র ছিল।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্ষমতা ভিত্তিক বৈষম্য: এর কথা তারা কখনোই বলে না। তারা গণতন্ত্রের কথা বলে। কথা বলে ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষতা এবং তাদের নকল-ভেজাল মিশ্রিত পণ্যের। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, তারা এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে। এভাবে এই পাঁচটি শক্তি সারা পৃথিবীকে শাসন করছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের উপর দাপট করে বেড়াচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে নোংরা এই সংস্থাটি আমাদের হোমসের জনগণকে অবরোধ থেকে বের করে এনে ধোঁকা দিয়েছিল এবং তাদেরকে বর্বর বাশার আল আসাদের জেলে প্রেরণ করেছে। আমাদেরকেও এরা তোরাবোরার অবরোধ থেকে বেরিয়ে আসার একই প্রস্তাব দিয়েছিল; যেন আমরা জাতিসংঘের কাছে আত্মসমর্পণ করি। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে আমরা তা অস্বীকার করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, হয়তো আমরা জীবিত বের হবো, নয়তো আমৃত্যু লড়াই করে যাবো। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'র।

আমি আবার তোরাবোরার গল্পে ফিরে যাচ্ছি এবং আমাদের

বন্ধুদের নিয়ে আলোচনা করছি। আমি একজন শহীদ যোদ্ধাকে নিয়ে আলোচনা করবো, যিনি তোরাবোরায় আমাদেরকে যতভাবে সম্ভব সাহায্য করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন শহীদ যোদ্ধা মৌলভী নূর মুহাম্মাদ রহ.। এই সিংহ পুরুষটি ছিল ইসলামের সেই সিংহ, যাঁর নিখাঁদ ও পরিষ্কার প্রকৃতি কষ্টকর বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা শক্তিশালী হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন আলেম, একজন মুজাহিদ ও একজন পূর্ণ যুবক। জালালাবাদের মন্ত্রী সাহেবের গোত্র থেকে আসা এই লোকটি তালেবান প্রশাসনের একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি যে পদটি দেখাশোনা করতেন তাকে বলা হতো 'ওয়ালিসওয়াল'। আমরা যাকে বলি সিটি মেয়র বা কাউন্সিলর।

এভাবেই তিনি তালেবান সরকারের দায়িত্ব পালন করতেন। এরপর আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের আক্রমণ শুরু হলে তিনি সাথে সাথে মুজাহিদীনদের দলে যোগ দেন। আমরা তোরাবোরায় আসলে এই যোদ্ধা একদল মুজাহিদ সহ পাহাড় বেয়ে আমাদের সাথে যোগ দেন। আমরা তাঁর সাথে দেখা করি এবং তিনি শায়খ উসামা রহ.-কে বলেন, আমি আপনার আদেশের আজ্ঞাবহ। আপনি আমাকে যা করার নির্দেশ দেবেন, আমি তা সর্বোতভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা করবো।

এই মানুষটি তোরাবোরার ঘটনার পর শাহাদাত লাভ করেন। তিনি এবং তাঁর ভাই পাকিস্তানের পেশোয়ারে শহীদ হোন। আমি মনে করি মুনাফিক আমেরিকান দালালরাই তাঁকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাঁদের উভয়ের উপর অশেষ রহম করুন।

মৌলভী নূর মুহাম্মাদ পাহাড়ে চড়ে উপরে এসেছিলেন এবং আমাদেরকে যতভাবে সম্ভব সাহায্য করেছিলেন। আমার মনে পড়ে, তিনি তাঁর সাথে থাকা কিছু আনসার ভাই এবং আরও কিছু ভাই শায়খ উসামা রহ. এর কাছে এ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তাঁদের এ ভ্রাতৃত্ববন্ধন অবশ্যই দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানেই অটুট থাকবে। প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এ অঙ্গীকারে উপস্থিত থাকার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আমি তাঁদের হাতের সাথে আমার হাত বাড়িয়ে দিয়ে শায়খের সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম এবং আল্লাহর কাছে আমাদের এ অঙ্গীকার কবুল করার প্রার্থনা করেছিলাম। আমার একটা মজার কথা স্মরণ হয়েছে যা মৌলভী নূর মুহাম্মাদ সেই সময় বলেছিলেন, ''আইমান আয-যাওয়াহিরী কোথায়? শুনেছি তিনি নিহত হয়েছেন!'' আমি হেসে দিয়ে উত্তর দেই– ''না তিনি এখনো বর্তমান আছেন।''

আমার মনে পড়ে আমি তাঁকে বলেছিলাম, ''ও মৌলভী! আমরা এ মুহূর্তে সায়্যিদুনা আলী রাযি. এর মতো শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত।'' তিনি বলেছিলেন, ''সত্যিই আমরা হুসাইন বিন আলীর মতোই।''

শায়খের তোরাবোরার ঘটনা অনেক দীর্ঘ যা আমি পরে বলবো ইন'শাআল্লাহ। কিন্তু মৌলভী নূর মুহাম্মাদের ব্যাপারে বলতে গেলে তোরাবোরায় শুধু তিনিই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, এমন নয়। সত্যি কথা হচ্ছে সেখানে আরও অনেকেই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাদের মধ্যে সেখানকার স্থানীয় লোকজনও ছিল। মৌলভী নূর মুহাম্মাদ রহ. আমাদের বলতেন, একবার তিনি ও তাঁর সাথী ভাইয়েরা অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে তোরাবোরা পর্বতে উঠছিলেন। এ সময় একজন বৃদ্ধা মহিলা তাঁদের দেখে ফেলেন। বৃদ্ধা মহিলা ভেবেছিল, মৌলভী নূর মুহাম্মাদ রহ. ও তাঁর দল আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তোরাবোরাতে উঠছেন। মৌলভী নূর মুহাম্মাদ রহ. বলেন, বৃদ্ধাটি বলছিল–তোমরা আরবদের (মুজাহিদদের) সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছ? ধিক! এই কথা বলে বৃদ্ধাটি ক্রমাগত আমাদের মৃত্যু ও ধ্বংসের অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছিল। আর আমরা চুপচাপ তা শুনছিলাম।

মৌলভী নূর মুহাম্মাদ রহ. আরও বলতেন, একবার একজন লোক তাঁর কাছে এসে বলল, আমি জানি, আপনি আরব ভাইদের সাথে দেখা করার জন্য তোরাবোরাতে উঠেন। আমার কাছে এই সুদানী মটরশুঁটির বস্তাটি ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি মুজাহিদ ভাইদের জন্য আমার পক্ষ থেকে এই বস্তাটি তোরাবোরাতে নিয়ে যান, যেন পর্বতে তাঁদের অধ্যবসায়ে এটা একটি সাহায্যের উপলক্ষ হয়।

আরেক বার তোরাবোরার কাছাকাছি একটি মাসজিদে জুমুআর সালাতের সময় গ্রামের একজন লোক দাঁড়িয়ে মুনাফিক সরকারকে (কারজাই সরকার) অভিসম্পাত করা শুরু করলেন। লোকটি বলছিল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে ফায়সালা করবেন। বিপদ-আপদ অচিরেই তোমাদের পেয়ে বসবে। তোমরা পাহাড়ে অবস্থানরত সাহাবাদের সন্তানদের সাথে যুদ্ধ করো! অনতিবিলম্বেই তোমরা তোমাদের অর্জন দেখতে পাবে।

এমন অনেক ঘটনা আছে যা আমরা শুনেছিলাম। বস্তুত সেখানে পুরো গ্রাম আমাদের সাহায্য করেছিল এবং আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল। আমরা সেখানে বিস্মিত হয়ে একটা বিষয় লক্ষ্য করছিলাম যে, কিছু গ্রামে সেখানকার দল ও গোত্র প্রধানরা শায়খের কাছে আসতো এবং শায়খকে তারা একটি সার্টিফিকেট লিখে দেওয়ার অনুরোধ করতো; যাতে লেখা থাকবে যে, সেই ব্যক্তি তাঁর সাথে এ যুদ্ধে সাক্ষাত করেছেন, তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সেই সকল ভাইদের মধ্যে ছিল, যাদেরকে শায়খ বিশ্বাস করেছিলেন। আমরা এটা সংরক্ষণ করবো এই কারণে যে, শায়খ উসামা রহ. আমাদের প্রশংসা করেছেন। আমরা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলাম ও সাহায্য করেছিলাম। এটা ছিল আফগান জনগণের ব্যাপারে আমার দেখা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার!

সেখানে এমন অনেক আনসারও ছিলেন যারা মুনাফিক সরকারের কাছ থেকে কঠোর হুমকি পাচ্ছিলেন। আমি

আপনাদেরকে হাদী দ্বীন মুহাম্মাদের ব্যাপারেও বলবো, যিনি জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারিয়ে ফেলেছে। এ সময় সে খুব সম্ভবত জালালাবাদ

সরকারের ডেপুটি গভর্ণর ছিল। তো যারা আমাদের সাহায্য করছিল, সে তাদেরকে এ বলে হুমকি দিতো যে, তোমরা যদি আরবদেরকে ত্যাগ না করো; তবে আমেরিকানরা ৫০ টা বিমান পাঠিয়ে তোমাদের গ্রামকে ধ্বংস করে দেবে।

আর বাস্তবেই আমেরিকা সেই গ্রামে বিমান হামলা চালিয়েছিল এবং গ্রামটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। একজন আনসারী ভাইয়ের মা এবং ছোট একটা বাচ্চা বাদে তাঁদের পরিবারের সবাইকে তারা হত্যা করেছিল। তারা সেই গ্রামের ৫০ জন মুওয়াহহিদ মুসলিমকে হত্যা করেছিল; যাদের মধ্যে ১৮ জন শহীদই ছিল সেই আনসার ভাইয়ের পরিবারের সদস্য। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁদের জন্য দুআ করি। এত নির্যাতন সত্ত্বেও সেই আনসারী ভাইটি ও অন্যান্য আনসারী ভাইয়েরা আমাদেরকে ত্যাগ করেননি; বরং আমাদেরকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাহায্য করে যাচ্ছিলেন।

সেখানে আরও একটি গ্রামের লোকজন আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল এবং শায়খ রহ. তাদের কাছ থেকে জিহাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তারা প্রতিজ্ঞা করে বলছিল, আমরা জানি এ যুদ্ধে খুব শীঘ্রই আমাদের গ্রামের উপর ধ্বংসলীলার প্রচণ্ডতা আসবে। তাই আমরা আপনার কাছে আমাদের লোকদের গ্রাম থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাচ্ছি এবং আমরা আপনার সাথে এসে যুদ্ধ করবো। শায়খ অনুমতি দিয়ে বললেন, আমি আমার তরফ থেকে প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করবো; যাতে তারা হিজরত করতে পারেন। আমরা তাদেরকে সত্যবাদী বিবেচনা করেছিলাম। কারণ তারা আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিনিময়ে কিছুই চাননি। কিন্তু এর পরেই যুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।

সেই দিনগুলোর পরিস্থিতি উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। চারদিকে প্রচণ্ড আতঙ্ক বিরাজ করছিল। আমেরিকা ও তার দালালরা অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছিল। তারা বলতো, আমেরিকা সব কিছুই দেখতে পায়! তাদের কাছে এমন অস্ত্র আছে, যা দিয়ে তারা ক্লাসিনকোভ লক্ষ্য করে আক্রমণ করলে সব গলে যাবে! তারা ঘরের ভিতরে কী রয়েছে তাও দেখতে পায়!

সীমান্ত থেকে তোরাবোরার দৃশ্যটা খুবই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। আমি তোরাবোরা থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেখলাম, এটা একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য। সেই রাতের রকেটগুলোর আগুনের শিখা পুরো এলাকাকে আলোকিত করে ফেলেছিল। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোরাবোরায় আমাদের উপর প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু যারা বাহিরে ছিল, তারা বলছিল– এটা হচ্ছে তোরাবোরাতে থাকা আরব মুহাজিরীন ও আনসারদের জন্য একটি শ্মশান। এমন তীব্র ভয় ও আতঙ্কের মধ্য দিয়েই

এই সাধারণ ও অসহায় মানুষগুলো আমাদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে আমি কয়েকবার বলছি যে, আমরা এ পরিস্থিতিতে এক আল্লাহর উপর নির্ভর করতে শিখেছিলাম। বিভিন্ন পদবী ও সার্টিফিকেটধারী সে সব পাগড়ী পড়া দাড়িওয়ালা লোক; যারা তাওহীদের উপর বই লিখেন ও শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তাদের উচিত সেই মাদ্রাসায় গিয়ে তাওহীদের দারস আরেক বার লাভ করা। কারণ তাদের তাওহীদ হচ্ছে অপরিণত ও সীমাবদ্ধ। উস্তাদ শায়খ মুহাম্মাদ ইয়াসীর রহ. বলেন, নিশ্চয়ই এখানে কিছু উলামা আছেন, যারা ইলমের ক্ষেত্রে উস্তাদের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন; কিন্তু ঈমানের ক্ষেত্রে মুনাফিকের অবমর্যাদায় পৌঁছে গেছেন। আল্লাহর কাছে এ সব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আলহামদু লিল্লাহ, আমরা (আফগানের) এই সাধারণ ও অসহায় লোকদের তাওহীদ এবং তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দেখেছিলাম। তাদের বিশ্বাসে-কর্মে এ বিষয়টা খুবই পাকা-পোক্ত ছিল– এরা হচ্ছে কাফের, ইসলামের শত্রু। আর এরা হচ্ছে মুমিন, মুজাহিদ এবং মুসলমানদের বন্ধু। এরা মুজাহিদ, আমি এদেরকে সাহায্য করবো। আর এরা কাফের, এদের সাথে যুদ্ধ ছাড়া কোনো সহমর্মিতা নেই। এই অসাধারণ গুণাবলী নিয়েই সাধারণ মানুষগুলো আমাদের সাথে কাজ করতো।

তীব্র আতঙ্কের সময় আপনারা জানেন গেরিলা ও সাধারণ উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধের প্রাথমিক ধাক্কাটা কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। এমন সময়ও সাধারণ মানুষগুলো আমাদের সাথে ছিল। ইলমের ক্ষেত্রে তাদের বেশির ভাগই একেবারে আওয়ামের পর্যায়ে ছিলেন। তারা খুব সম্ভবত শুধু ইবাদাতের নিয়মগুলো জানতো আর ইসলামের মৌলিক খুঁটিগুলো সম্পর্কে জানতো। তাদের কোনো ডক্টরেট ছিল না, ছিল না কোনো পদবী বা কোনো ডিগ্রি অথবা এমন কিছু যা তাদের ঈমানকে কলুষিত করতে পারে এবং তাওহীদের সাথে গুলিয়ে ফেলতে পারে। অন্যান্য এলাকার মুজাহিদগণও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতেন আর এই বলে আফসোস করতেন যে, আমরাও আপনাদের কাছে আসতে চাই কিন্তু পারছি না।

সাধারণ মানুষদের সহানুভূতিশীলতার আরেকটি আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, ৯/১১ এর পর ভাইয়েরা যখন তোরাবোরাতে ঘাঁটি তৈরি করা শুরু করলেন, তখন তারা ভাইদের জন্য জালালাবাদে একটি বাড়ির ব্যবস্থা করলেন। এটি তাদের জন্য একটি উপঘাঁটি হিসেবে চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়, যোগাযোগ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগ করে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে ভাইয়েরা এখানে ছুটির ব্যবস্থাও করতো। মোট কথা, এটা আরবদের (মুজাহিদদের) জন্য একটি বাড়ি, অন্যভাবে বললে একটি অতিথিশালা ছিল।

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ -এর
'আইয়্যামুন মাআল ইমাম' হতে সংগৃহীত

মডারেট সুলতান ও তার কুফর প্রীতি

তার কুফর প্রীতি

মুসাল্লাহ কাতিব

ইসলামের মধ্যে মডারেশন একটি মারাত্মক ভাইরাস। বাহ্যিকভাবে এটি অনেকের নিকট ভালো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এ মতবাদের দ্বারা ইসলামের চরম ক্ষতি সাধন হচ্ছে। আধুনিকায়নের নামে এ মতবাদ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীকে বিকৃত এমনকি রহিতকরণের অপতৎপরতায় লিপ্ত। মডারেটরা জিহাদের মতো পবিত্র বিধানকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন এমনকি অস্বীকার করার মতো ঘৃণ্য আকীদা পোষণ করে থাকে। গণতন্ত্রকে 'ইস্লামাইজেশন' করার মতো অবাস্তব ও উদ্ভট চিন্তা তারাই প্রচার করে থাকে। ইসলামিক শিক্ষা-সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের ধাঁচে 'মাইগ্রেশন' করা, সুন্নাহর পরিবর্তে পাশ্চাত্য স্টাইলের অনুসরণ করা তাদের অন্যতম কাজ। এ সমস্ত মডারেট উন্নত জীবনযাপনের জন্য পাশ্চাত্যে পাড়ি জমাতেই বেশি আগ্রহী। এক্ষেত্রে তারা ঈমান-আকীদা বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করে না। বিশেষ করে, মডারেট দাঈদের বিলাসী জীবনযাপন এবং কুফফার ও তাগুতদের সাথে তাদের অন্তরঙ্গতা মাজলুমদের দৃষ্টিতে একটি চরম আশ্চর্যের বিষয়। কারণ, যেই কালেমার জন্য কুফফাররা মুসলিমদের হত্যা করছে; সেই কালেমার দাওয়াতই মডারেটরা নির্দ্বিধায় তাদের দেশে দিয়ে বেড়ায়। বাধা দেওয়া তো দূরের কথা; বরং কুফফাররা তাদেরকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করে। তারই ধারাবাহিকতায় এসব মডারেট বিশ্ব ব্যাপী তাগুতী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের সেক্যুলার শাসক, যারা মূলত 'আইম্মাতুল কুফর'দের এজেন্ট; এমন ব্যক্তিদেরকে অনেকে মুসলমানদের ইমাম হিসেবে প্রচার করে যাচ্ছে।

যাই হোক, সম্প্রতি মুসলিম বিশ্বে একটি হুজুগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেটা হলো, বর্তমান বিশ্বের অতি উৎসাহী কিছু লোক তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে মুসলমানদের সুলতান, খলীফা ও ইসলামের ত্রাণকর্তা ইত্যাদি বলে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করছে। এ সম্পর্কে কিছু বাস্তবতা উম্মাহর সামনে তুলে ধরা সময়ের দাবি। এরদোগান মূলত মিশরের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসি'র মতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসা একই ভাবধারার অর্থাৎ মডারেট মুসলিম নেতা। এমনকি এরদোগান নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন, "আমি বিশ্বাস করি না যে,

ইসলামী সংস্কৃতি এবং গণতন্ত্র একত্রে চলতে পারে না।" আর আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট মি. ওবামা তো তুরস্ক সফরে এসে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তুরস্ক তাদের ঘনিষ্ঠতম পাঁচ মিত্রের অন্যতম। আর মি. এরদোগানের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, "একজন নেতা কীভাবে একই সঙ্গে ইসলামিক, গণতান্ত্রিক ও সহিষ্ণু (!) হতে পারেন, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এরদোগান।" এই যার অবস্থা, তিনি কি বাস্তবেই মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামী সুলতান (!) নাকি পাশ্চাত্যের একনিষ্ঠ বন্ধু ও সেবাদাস? তা কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমেই তার যে বৈশিষ্ট্য বিদগ্ধ বিশ্লেষকদের কাছে ধরা পড়ে তা হলো, তার দেশ ন্যাটো নামক পশ্চিমা সামরিক জোটের অন্যতম এবং একমাত্র মুসলিম (!) সদস্য রাষ্ট্র। যে দাজ্জালী জোট বিশ্ব ব্যাপী ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং মুসলিম নিধনে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়; আফগানিস্তানে ইসলামী ইমারাত ধ্বংস করে তাগুতী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন আগ্রাসনের অংশীদার হিসেবে এ তুরস্ক তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক সৈন্য পাঠিয়েছিল এবং বর্তমানেও তার দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।

এরদোগান ও তার দেশের ইসরাইল প্রীতি তো এখন আর গোপন বিষয় নয়। মুসলিম দেশসমূহের মাঝে ইসরাইলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র হচ্ছে তুরস্ক। এই কথিত সুলতান ক্ষমতায় আসার পর ইসলাম ও মানবতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুশমন ইয়াহুদীদের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর করেন। তিনি ২০০৫ সালে ২ দিন ব্যাপী ইসরাইল সফরে যান, এমনকি তুরস্কের পার্লামেন্টে ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেজকে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ দিয়ে মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিলেন।

মি. এরদোগান, যিনি ইসরাইলের আগুন নেভাতে বিশেষ বিমান পাঠিয়ে সাহায্য করতে পারলেও ফিলিস্তিন, আরাকান বা অন্য কোনো নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য একটি ঠেলা গাড়ীও পাঠাতে পারেননি। রোহিঙ্গা ইস্যুতে তার মায়াকান্না ও নামে মাত্র কিছু ত্রাণ পাঠানো, এগুলো মূলত তাদের কপট রাজনৈতিক চালবাজি ছাড়া কিছু নয়। আক্রান্ত মাজলুমদের সাহায্য করা তো দূরের বিষয়, বরং উল্টো আইএস দমনের নামে আমেরিকার সাথে মিলে সিরিয়ার সাধারণ মুসলিমদের উপর বিমান হামলা ও গণহত্যায় সক্রিয় অংশীদার এই কথিত সুলতান। তার দেশের আকাশসীমা ব্যবহার করে ইসরাইল সিরিয়াতে বিমান হামলা করলেও তাদের কথিত সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হয় না। এ হলো সংক্ষেপে, মডারেট সুলতানের ইয়াহুদী প্রীতির কিঞ্চিৎ উদাহরণ।

আর প্রভু আমেরিকার খেদমতে তিনি তো তুরস্কের 'ইন্সারলিঙ্ক' নামক বিমানঘাঁটি উৎসর্গ করেই রেখেছেন; যাতে মার্কিনীরা নির্বিঘ্নে ইরাক-সিরিয়াতে মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাতে পারে। শুধু তাই নয়, সোমালিয়ার মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও কুফফার সংঘের সাথে শরিক হয়ে তার সৈন্য যুদ্ধ করে চলছে এবং সেখানে তুরস্কের একমাত্র সামরিক ঘাঁটি রয়েছে; যেখানে তারা সেখানকার মুরতাদ সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করে যাচ্ছে। এমন অসংখ্য দলীল এই কথিত সুলতানের মুখোশ উম্মাহর নিকট উন্মোচন করে দিয়েছে।

ন্যাটো, ইসরাইল তথা কুফফারদের মিত্র হওয়ার পরও তার একটি সাধ রয়ে গেছে; সেটা হলো, 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন' এর সদস্যপদ লাভ করা। এক্ষেত্রে বেচারা কুফফারদের নিকট অনেক ধরনা দিয়েছেন; কিন্তু প্রভুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

উম্মাহর ঘাড়ে চেপে বসা এ জাতীয় গাদ্দাররা আর যাই হোক, উম্মাহর অভিভাবক বা সুলতান হতে পারে না। কারণ এরা উম্মাহর চিন্তা-চেতনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর সাথে প্রতিনিয়ত খেয়ানত করে যাচ্ছে। ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের সাথে আঁতাত করছে এবং কাফেরদের এজেন্ডা মুসলিম ভূমিগুলোতে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এদের বাস্তবতা হলো, যখন এরা মুমিনদের সাথে মিশে তখন বলে, আমরা তো বেশ ঈমানদার। আবার যখন কুফফার নেতাদের সাথে মিশে তখন বলে, আমরা মূলত তোমাদের সাথেই আছি। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এদের অবস্থা আগেই প্রকাশ করে দিয়েছেন।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

"যারা ঈমান এনেছে; তাদের সাথে যখন এরা মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন নিজেদের শয়তানদের (নেতৃবর্গের) সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদেরই সঙ্গে আছি। আমরা শুধু তামাশা করছিলাম।" -সূরা বাকারা: ১৪

আল্লাহ তাআলা সমস্ত মুনাফিক থেকে এ উম্মাহকে পরিত্রাণ দান করুন। আমীন!

ধর্ম যার যার, উৎসব সবার:

একটি মারাত্মক কুফরী স্লোগান

রাশেদ মাহমুদ

তাওহীদের কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার মাধ্যমে 'লা ইলাহা' বলে প্রথমেই আমরা সমস্ত তাগুতকে প্রত্যাখান করি। সকল মিথ্যা মা'বুদ, মিথ্যা ইলাহকে অস্বীকার করেই তারপর আমরা বলি 'ইল্লাল্লাহ'– আল্লাহ'ই হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ। সুতরাং তাওহীদের মূল ভিত্তি হলো দুটি– কুফর বিত তাগুত (তাগুতকে অস্বীকার করা) এবং ঈমান বিল্লাহ (আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা)।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"দ্বীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই, নিশ্চয়ই হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙে যাওয়ার নয়। আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন।" -সূরা বাকারা: ২৮৬

দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা সকলেই স্বীয় উম্মতের কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওহীদের এক সুস্পষ্ট মৌলিক বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।" -সূরা নাহ্‌ল: ৩৬

একজন বান্দা ঠিক তখনই তাওহীদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হিসেবে পরিগণিত হবে, যখন সে সকল প্রকারের তাগুতকে বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে। তাগুতকে আঁকড়ে থাকা আবার আল্লাহকেও রব মানা, পরস্পর বিপরীত এ দু'টি বিষয় একই ব্যক্তির মাঝে যুগপৎ হতে পারে না। যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে অবশ্যই বিশ্বাসে, কথায়-কাজে সকল প্রকার তাগুতকে বর্জন করবে। সে কখনোই তাগুতের প্রতি সহনশীল হবে না এবং কোনোভাবেই তাগুতের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করবে না।

পক্ষান্তরে যারা তাগুতের প্রতি সহনশীলতা ও নমনীয়তা প্রদর্শন করে থাকে, তাগুতকে মান্য করে চলে। তারা তাওহীদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হিসেবে পরিগণিত হবে না।

সমাজে যত প্রকার তাগুত রয়েছে, এর মাঝে কিছু কিছু তাগুত আছে; যেগুলোকে সাধারণ মুসলমানগণ সহজে তাগুত হিসেবে নিরূপণ করতে পারে না। কারণ, এ তাগুতরা হাজ্জ-উমরার মতো দৃশ্যত কিছু ইবাদত-বন্দেগীতে শামিল হয়। যে কারণে এদেরকে তাগুত হিসেবে চিনতে সাধারণ মুসলমানের একটু সময় লাগে। যেমন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী হাসিনা-খালেদারা ও বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ শাসকবর্গ– এরা এক প্রকার তাগুত। কেননা এরা

নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুগামী হয়ে আইন প্রণয়ন করে নিজেদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে, অর্থাৎ তাগুতে পরিণত হয়েছে। এরা মানুষকে তাদের মনগড়া আইন মানতে বাধ্য করছে। আর যেসব তাগুতকে মুসলমানগণ খুব সহজে চিনতে পারে, এর মধ্যে সবচেয়ে প্রকাশ্য তাগুত হলো– ঐসব মূর্তি যেগুলোর পূজা করা হয়।

কিন্তু বড়ই আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হলো, এ ধরনের প্রকাশ্য তাগুতের ইবাদত করা হয় যেসব অনুষ্ঠান কিংবা পূজা মণ্ডপে, আল্লাহর সাথে শিরক করা হয় যেসব উৎসবে; আজ সেখানে উপস্থিত হয়ে আনন্দ-উল্লাস করা, সেলফি তোলা, নাচগানে মেতে উঠাকে এক শ্রেণীর ঈমানহারা মূর্খ-জাহেল সম্প্রীতির বহিঃপ্রকাশ আখ্যা দিচ্ছে।

আল্লাহর সাথে প্রকাশ্যে শিরক করা হচ্ছে, তাগুতের ইবাদাত করা হচ্ছে, ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ চলছে; অথচ সেখানে মুসলমানদের উপস্থিত হওয়াকে বলা হচ্ছে পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্প্রীতি!! (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)

বস্তুত মুসলমানদের ঈমান ধ্বংস করার জন্যই নাস্তিক-মুরতাদরা স্লোগান তৈরি করেছে– ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আর এরা ঠিক তখনই এসব স্লোগান জোরালোভাবে প্রচার করতে থাকে, যখন বিধর্মীদের শিরকী উৎসব চলতে থাকে। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার– এ কথায় বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি কিছুতেই মুমিন হতে পারে না। কারণ, একজন মুমিন কখনোই আল্লাহর সাথে শিরক করাকে নিজেদের উৎসব মানতে পারে না, সেখানে উপস্থিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে পারে না, শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারে না। একজন প্রকৃত মুমিনের অন্তরে সদা-সর্বদাই কুফর-শিরকের প্রতি চরম ঘৃণা থাকবে। সে তাগুতকে বর্জন করবে, কুফর-শিরকের বিরোধিতা করবে এবং শিরকের শিকড়কে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

সুতরাং ধর্ম যার যার, উৎসব সবার– এমন কথা বলে যারা দুর্গাপূজার মতো কঠিন শিরককে নিজেদের উৎসব বানিয়ে নিয়েছে; নিঃসন্দেহে তারা কুফর-শিরকে লিপ্ত। তারা নিজেদেরকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে নিয়েছে এবং কুফরের মাঝে প্রবেশ করেছে।

অতি সম্প্রতি এ দেশের তাগুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধর্ম যার যার, উৎসব সবার– এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সবাই একসঙ্গে উৎসব পালনের অর্থাৎ দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে।

গত কয়েক দিন পূর্বে দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে শেখ হাসিনা বলেন, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার– এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে আমরা সবাই একসঙ্গে উৎসব পালন করব। সবাই মিলে যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। তাই এ দেশ আমাদের সবার।'

বাণীতে প্রধানমন্ত্রী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সব নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। শেখ হাসিনা বলেন, 'দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবই নয়, এটি আজ সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হব।' শেখ হাসিনা শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সব নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। - প্রথম আলো (!)

ইতঃপূর্বে শেখ হাসিনা আরও বহু বার বিভিন্ন ধরনের ঈমান বিধ্বংসী স্লোগান দিয়ে কুফর-শিরকের প্রতি নিজের বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছিল। এত কিছুর পরও এ দেশের এক শ্রেণীর আলেম-উলামা শেখ হাসিনার প্রতি বেশ মুগ্ধই বটে। কেউ তো তাকে নিজেদের উলুল আমর বলেও গর্ববোধ করেন, তাকে মান্য করা ওয়াজিব বলেন। আবার এমন লোকও আছে, যারা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জিহাদ করার স্বপ্ন দেখেন, শেখ হাসিনার সাথে হাউজে কাউসারে পানি পানের আশা রাখেন। শেখ হাসিনা নিজেকে দুর্গাপ্রেমী, মূর্তিপূজারী রূপে পেশ করে অন্যদেরকেও এ শিরকের দিকে আহ্বান করে বলেছে, 'দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবই নয়, এটি আজ সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।' অথচ শেখ হাসিনার অনুসারী উলামায়ে সূ'রা এসব জেনেও এ ব্যাপারে কোনো কথা বলছে না; কারণ তাদের চোখে শেখ হাসিনা তো পূর্ব থেকেই একজন রাবেয়া বসরী তুল্য আবেদা!! তবুও আমরা আশা করি, এবার ফরিদ গংরা নিজেদের শেখ রাবেয়া বসরীর ব্যাপারেও একটা ফতোয়া (!) সংকলন করবেন!

পরিশেষে, এ দেশের মুসলিম জনসাধারণের প্রতি আহ্বান– আসুন, ঈমানের মতো মহা দৌলতের ব্যাপারে আমরা সতর্ক থাকি। সব ধরনের তাগুতকে বর্জন করে তাওহীদের বিশ্বাসে অটল-অবিচল থাকি। আমরা তাওহীদ বিরোধীদের সে কথাই বলবো, যা ইবরাহীম আ. ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ তাগুতের গোলামদেরকে বলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَه

''ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে তোমাদের (মুমিনদের) জন্য আছে উত্তম আদর্শ। যখন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল– তোমাদের সঙ্গে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদাত করো, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" -আল মুমতাহিনা: ৪

মাজলুমানের কথা– যা শুধুই অশ্রু ঝরায়...

এক.

মাত্র এক মাস বয়সের সন্তান। মা তাকে নিয়ে সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখেন। আজকের নিপীড়িত-নিগৃহীত এ সন্তান বড় হয়ে এক দিন দেখতে পাবে নতুন আরাকান! এ জন্যই হয়তো মা আদর করে সন্তানের নাম রাখলেন মাসউদ– সৌভাগ্যবান। হিংস্র হায়েনার পাশবিকতা থেকে বাঁচতে মা হামিদা এ ছোট্ট সন্তানকে কোলে নিয়েই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আরাকান থেকে পালিয়ে এসেছেন। শিশু মাসউদকে নিয়ে আসতে পেরেই তিনি বেশ খুশি হলেন। কিন্তু নাফ নদের এপার আসতেই আদরের মাসউদ ওপারে চলে যায়। নাফ নদের ওপারে নয়; একেবারে দুনিয়ার ওপারে। যারা একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। মৃত মাসউদকে জড়িয়ে ধরে বার বার চুমো দিচ্ছিলেন মমতাময়ী মা। এ যে শেষ বিদায়ে শেষবার মায়ের বুকে টেনে নেওয়া! মা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না– আদরের ছোট্ট মাসউদের মাকে একাকী রেখে এভাবে চলে যাওয়া!

দুই.

মাত্র ২৫ দিন বয়সী এক শিশু। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসারত। আগুনে দগ্ধ তার শরীর। দগ্ধ এ ছোট্ট শিশু সাইফুল আরমান জানে না, তার অপরাধ কী? কেন তার শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়ে ঝলসে গেছে? ধিক! বিশ্ব বিবেক। ধিক! মানবাধিকারের সব ধ্বজাধারী। শিশুটির জন্ম আরাকানের আকিয়াব জেলার জোফরান এলাকায়। মিয়ানমারের হিংস্র সেনারা তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে এ শিশুটি পুড়ে ঝলসে যায়। আর পুড়ে যাওয়া এ সন্তানকে নিয়ে মা উম্মে জামিলা জীবন বাঁচাতে পালিয়ে আসেন বাংলাদেশে। তাকে নিয়ে আসতে পেরে সেদিন তিনি খুব খুশি ছিলেন; কিন্তু এক সপ্তাহ অতিবাহিত না হতেই সে সন্তান চলে গেল না ফেরার দেশে। সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুকে এখন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না মা। চমেক হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মত্যুবরণ করে এক মাস বয়সী শিশু আরমান। মৃত সন্তানকে ধরে রোহিঙ্গা নারী উম্মে জামিলার আর্তনাদে বাকিরাও তখন কান্না থামাতে পারছিলেন না।

যে সন্তানের জন্য মা টানা তিন দিন পায়ে হেঁটে মগেরমুল্লুক থেকে বাংলাদেশে এসেছেন, সে সন্তান আজ মাকে ছেড়ে চলে গেলেন। মা উম্মে জামিলা বলছিলেন, “আগুনে পোড়া সন্তানকে নিয়ে আমি আর আমার স্বামী অচেনা পথে পা বাড়িয়েছিলাম। সেনাদের নৃশংসতার হাত থেকে নিজেরা বাঁচতে, একমাত্র সন্তানকে বাঁচাতে বাংলাদেশে ছুটে এসেছি। ওই সময় নিজে অভুক্ত ছিলাম। তিন দিন পায়ে হেঁটে আসার সময় ক্ষুধার যন্ত্রণায় চিৎকার করেছি। কিন্তু কোনো খাদ্য পাইনি। তবুও সন্তানের চেহারা দেখে সব কষ্ট সহ্য করে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছি।” সেই মা আরও বলছিলেন, “প্রথম যেদিন জানতে পারলাম, আমার সন্তান হবে। এরপর থেকে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা জাগল। আমার সন্তান হবে, সেটা ভেবে অনেক সময় আনন্দ লাগতো। সন্তানের জন্য অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি রাতদিন হেঁটেছি। শুধুমাত্র সন্তানকে বাঁচানোর জন্য। অথচ সে সন্তান আমাকে রেখে চলে গেছে। আমি কিভাবে বেঁচে থাকবো?

বাবা আব্দুন-নূর বলেন, “আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেছেন, তিনি নিয়ে গেছেন। তাই আমি ধৈর্য ধরেছি। তবে এখন আমার চাওয়া, রোহিঙ্গারা যেন নির্যাতন থেকে রেহাই পায়। নিজ দেশে যেন রোহিঙ্গারা আবারো ফিরে যেতে পারে।”

তিন.

কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া কয়েকজন নারী। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সর্বশেষ সহিংসতার পর এখন পর্যন্ত প্রায় ৪ লাখেরও অধিক রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। বেগম বাহার সেই অসহায় মানুষদেরই একজন। কাঁটা ভরা ঝোপ-জঙ্গলের দুর্গম পথে খালি পায়ে টানা তিন দিন হাঁটার পর নাফ নদ পার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন তিনি। এ পুরো তিন দিনে একটা কাপড় দিয়েই তার পিঠের সাথে বাঁধা ছিল আট মাসের শিশু। ক্ষুধার তাড়নায় গাছের পাতা খেয়ে কোনো রকম যন্ত্রণা লাঘব করেছিলেন। আর পাহাড়-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর নোনা পানি পান করে পিপাসা মিটিয়েছেন।

মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া আরেক নারী হামিদা খাতুন। তার কথার দ্বারাই বোঝা যায়, গত তিন মাসে মুসলিম নারীদের উপর বর্মী বর্বর সেনাদের নৃশংসতা কতটা ভয়ঙ্কর ছিল! তিনি বলেন, “প্রতি রাতে মিয়ানমারের সেনারা ঘরের দরজায় এসে কড়া নাড়তো। কারোর ঘরে সুন্দরী মেয়ে থাকলেই তাকে টেনে জঙ্গলে নিয়ে গণধর্ষণ করতো। যাদের ভাগ্য ভালো তাদের অর্ধমৃত অবস্থায় গ্রামের রাস্তায় ফেলে দিয়ে যেতো। আর নয়তো গলার নলি কেটে জঙ্গলেই ফেলে রেখে দিতো।”

চার.

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ । রোহিঙ্গা এক যুবক বেনাপোল হয়ে ট্রেন যোগে নারায়ণগঞ্জে এসে পৌঁছল। হাসপাতালে ভর্তি আহত এ রোহিঙ্গা যুবক পুলিশকে দেখেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কারণ তারা দেখেছিল, এমন লোকেরাই তো নিষ্ঠুর বর্বরতা চালায়। এ সময় হাসপাতালের এক কর্মকর্তা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, এ সব পুলিশ সদস্যরা নিরাপদ (অর্থাৎ অত্যাচারী বর্মী সেনা নয়)। ওরা তোমার উপকার করতে এসেছেন। কিন্তু সে মানতে নারাজ। পুলিশ সদস্যদের বিধর্মী বার্মার লোক ভেবে হাসপাতালে শঙ্কিত হয়ে পড়ে সে। পুলিশের দিকে তাকিয়ে সে বলতে থাকে– 'তোমরা মুসলিম না। তোমরা আমাকে মেরে ফেলবে।' রোহিঙ্গা যুবক আবদুল্লাহ জানায়, 'তার ছোট বোনকে তার চোখের সামনে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। মাকে ফ্যানের সাথে ঝুঁলিয়ে দু'টুকরো করা হয়েছে। পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। তাকেও গলা কেটে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সে পালিয়ে বাঁচতে সক্ষম হয়েছে।'

ছয়.

বৃদ্ধা বেগম জান, বয়স পঁয়ষট্টি বছর। বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের বর্বরতা থেকে বাঁচার জন্য তিনিও অন্যান্যদের সাথে পালিয়ে এ দেশে ছুটে এসেছেন। তিনি নিজের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিলেন, 'আমার পুরো জীবনটাই তো একটা সংগ্রাম! পঁচিশ বছর আগে যখন আমার স্বামী মারা গেলো, তারপর থেকে আমি গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে খাই। ততদিনে অবশ্য আমার দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম, তাই এ বৃদ্ধার ভার বইবার মতো পাশে কেউ ছিলো না। একরাতে ভীষণ গোলাগুলি আর বোমা বিস্ফোরণের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ভয়ঙ্কর সে শব্দ! আমি তা সহ্য করতে পারলাম না। সেদিনের পর থেকে আজ অবধি আমি ঠিক মতো ঘুমাতে পারি না, আজও মৃত্যুর সে শব্দ আমাকে তাড়া করে ফেরে। সবাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমিও তাদের সাথে পালানোর পথ ধরলাম। আসতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না, কিন্তু আর উপায় কী? বাংলাদেশে আসতে দু'দিন সময় লেগেছে। আমি এমনিতে হাঁটতে পারি না, লাঠি দিয়ে হাঁটতে হয়। শত শত মানুষ প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছিল; কিন্তু আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ পাশে ছিল না। সবাই নিজের আর নিজের পরিবারকে বাঁচাতে ব্যস্ত। যখন নৌকা পার হচ্ছিলাম, মিলিটারি জাহাজের শব্দ শুনে আমার আত্মার পানি শুকিয়ে গিয়েছিল।

এখন আমি বাংলাদেশে; কিন্তু আমার ভয় হয়, মিলিটারিরা বোধ হয় এখানেও চলে আসবে! এখন পর্যন্ত অন্তত এটুকুতে স্বস্তি পাচ্ছি যে, সেই ভয়ঙ্কর গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের শব্দ আর শুনতে হচ্ছে না।

মিয়ানমারের বাহিরের পৃথিবী হতে আমরা প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছি এবং আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা চাই পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ আমাদের দুর্দশার কথা জানুক। তাতে অবশ্য বিশেষ কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। আমাদের বাংলাদেশ কিংবা মিয়ানমার, কোথাও কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

পাঁচ.

রাখাইন রাজ্যের ফোইরা গ্রামের মাদ্রাসার ছাত্র রাহিমুল। তার লক্ষ্য ছিল, একদিন সে শিক্ষক হবে। কিন্তু আজ সে উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত। লক্ষ্য পূরণের পথ থেকে অনেক দূরে। নিজের স্বপ্নের কথাগুলোই সে বিষণ্ন হয়ে বলে যাচ্ছিল, আমার নাম রাহিমুল মোস্তফা, বাইশ বছর বয়স। এখানে আসার আগে আমি আমার এলাকার এক মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতাম। লেখাপড়া আমার খুবই ভালো লাগতো। পড়াতেও আমার ভালো লাগে। প্রায়ই আমি ছোটদের বিভিন্ন বিষয় শেখাতে চেষ্টা করতাম। আমার এলাকার বেশিরভাগই ছিল অশিক্ষিত। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি শিক্ষক হবো। নিজের লেখাপড়া আর ছোটদের শেখানো, এভাবে নিজ গ্রাম ফোইরাতে দিনগুলো বেশ ভালোই কাটছিল। কিন্তু সেই সুখের দিনগুলোতে অমাবস্যা নিয়ে এল মিলিটারি বাহিনী। প্রতিদিনকার মতো রাত নেমে আসার কিছু পরেই ঘুমিয়ে পড়ে ফোইরা গ্রাম। বলা নেই কওয়া নেই, মিলিটারি বাহিনী আমাদের গ্রামে এসে বৌদ্ধদের সাথে নিয়ে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে গণহত্যায় মেতে উঠল। তখন রাত প্রায় তিনটা বাজে। তারা পুড়িয়ে দিল আমাদের বাড়িঘর। আমাদের দেখামাত্রই তারা গুলি করছিল। তাই বাড়ি থেকে বের হওয়ার সাহস হলো না। কিন্তু তাতে আবার পুড়ে মরবার ভয়! তবু আমরা ঘরের ভেতর লুকিয়ে ছিলাম। কিছুক্ষণ পর মিলিটারিরা আমাদের বাসার সামনে এসে গুলি চালাতে শুরু করে। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর শোঁ শোঁ করে গুলি ঢোকার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে একটা বুলেট এসে আমার বাঁ হাঁটু একেবারে ঝাঁঝরা করে দিল। সে রাতে আমাদের গ্রামে কত মানুষকে যে তারা মেরেছিল, তার সঠিক হিসাব হয়তো তাদের কাছেও নেই। আমি পালিয়ে আসার সময় আমাদের পাশের বাসার তিনজনের লাশ দেখেছিলাম।

আমার বাবা এবং ভাই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানকার ডাক্তাররা আমার চিকিৎসা করল না, কারণ আমি রোহিঙ্গা। আমার পরিবার তাই আমাকে নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন। আমি পুরোটা পথ তাদের কাঁধে ভর করে এখানে আসি। তারা দুর্গম পাহাড়ি পথ দিয়ে এসেছিল, কারণ সেখানে মিলিটারির উপদ্রব কম।

বাংলাদেশে আসার এ রাস্তাটা ছিল অনেক দীর্ঘ। তত দিনে আমার ক্ষত সংক্রমিত হয়ে পায়ের বেশ খানিকটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার পরিবার আমার জন্য অন্য সব কিছু ফেলে চলে এসেছে। তারা সাথে করে আর কিছুই নিয়ে আসতে পারেনি। আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে, অবশেষে আমরা বাংলাদেশে পৌঁছেছি এবং এখানকার ডাক্তারগণ আমার চিকিৎসা করেছেন। তবু এখানে আমাদের কোনো আশা-ভরসা নেই। বাড়ি ফিরে যেতে পারলে আমরা অনেক ভালো থাকবো। আমরা শুধুই দেশে ফিরে যেতে চাই এবং শান্তি চাই। আমার বিশ্বাস, পুরো পৃথিবী আমাদের দেখছে এবং তারা নিশ্চয়ই আমাদেরকে আমাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে সাহায্য করবে।

সাত.

বুচিদং-এর মিনিগিছির প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও বড় পীর মোজাফফর আহমাদের পুত্র মাওলানা কুতুব উদ্দিন প্রকাশ ছোট পীরকে শুক্রবার অস্ত্রের মুখে জিম্মি করেছিল বর্মী সেনাবাহিনীর একটি দল। শুক্রবার মিনিগিছি ও নারাইংশং রোহিঙ্গা পল্লীতে সৈন্যরা অগ্নিসংযোগের আগেই জিম্মি করে এ পীরকে। তার পুরো পরিবারকে প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে মিথ্যা জবানবন্দি দিতে বাধ্য করে সেনারা। ঘন্টাখানেক জিম্মি করে রাখার পর পীরকে একটি খোলা জায়গায় নিয়ে আসে সৈন্যরা। পীরের সাথে আরও সাত-আটজন রোহিঙ্গা ছিল। এ সময় বর্মী সেনারা পীরকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখে। বাড়িতে পীরের পরিবারকেও জিম্মি করে রাখে। পরে ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন নিয়ে সাংবাদিকের ভূমিকায় এক সেনা সদস্য পীরের কাছে জানতে চায়, এখানে কে বা কারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে? প্রতিকূল পরিবেশ ও অনেক মানুষের জীবন বাঁচানোর তাগিদে সৈন্যদের শিখিয়ে দেওয়া মিথ্যা কাহিনী বলতে বাধ্য হয় পীর।

আমতা আমতা করে কুতুব পীর বলেন, “আমি এখানে মাসজিদ-মাদরাসায় থাকি এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের মাধ্যমে প্রভুর প্রার্থনা করি। এখানে অনেক মানুষ বসবাস করে। এখানকার মানুষ খারাপ লোকদের পছন্দ করে না। আজ ২২ তারিখ সকাল ১০টা ২০ মিনিটে এখানে একটি বিস্ফোরণ ঘটে এবং একটি বোমা উদ্ধার হয়েছে। আমার ধারণা এটি খারাপ লোকেরা করেছে। তারা ইতিপূর্বে আমাদের ডেকেছিল। কিন্তু আমরা যাইনি। তাই আমাদের ধর্মকর্মের কাজ হয়তো পছন্দ না করে আমাদেরকেও খারাপ বানানোর জন্য এ কাজ করেছে।” এভাবেই আরসার বিরুদ্ধে কথা বলিয়ে মিয়ানমার বর্বর সেনারা মুসলিম জনসাধারণের কাছে আরসার গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করে।

ক্যামেরার সামনে পীর সাহেব হয়তো আরও অনেক মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছেন। পীরের সব কথা অবশ্য প্রকাশ করেনি সেনা কর্তৃপক্ষ। আরসা সংক্রান্ত মূল কথাগুলো বার্মিজ সাব টাইটেল দিয়ে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করেছে তারা।

আট.

কুতুপালং এর শেষ সীমায় একজনের দেখা মিলল, যে শাহপরীর জলদস্যুদের নির্যাতন স্বচোক্ষে দেখেছে। তার কাছ থেকে জানলাম, তাদের সাথে নৌকার মাঝিদের পাঁচ হাজার টাকা চুক্তি হয়েছিল শাহপরী দ্বীপে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। নৌকাতে উঠার সময় তাদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে নিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু এ জলদস্যুগুলো সাগরের মাঝ পথে এসে নৌকার ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়। মহিলাদের কানের দুল, নাকের ফুল থেকে শুরু করে সব খুলে নিয়ে নেয়। পুরুষদের একটি লুঙ্গি ছাড়া আর কোনো কিছু তারা অবশিষ্ট রাখে নাই। হাঁড়ি-পাতিল থেকে শুরু করে গরু ছাগল যা রোহিঙ্গারা সাথে এনেছিল, সব কিছুই মাঝি নামক জলদস্যুরা কেড়ে নেয়।

আরও জানতে পারলাম, নৌকার মাঝিরা শাহপরী দ্বীপের তীরে না এসে সাগরের মাঝে গলা পানিতেই তাদের সবাইকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। বড়রা চলে আসতে পারলেও শিশুরা সবাই আসতে পারেনি। কারণ বড়দের গলা পানি শিশুদের ডুবে মরার পানি। আর যেসব মহিলার সাথে কয়েকটা বাচ্চা আছে। তারা একজনে আর কয়জনকে আনবে? হয়তো দুই একজন বাচ্চাকে আনতে পেরেছে আর বাকিদের সাগরে কোরবান করে দিয়ে এসেছে। সেই ভাই জানালেন, তাদের নৌকারই কয়েক জন শিশু শাহপরী দ্বীপের তীরে মারা গেছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে একজন বোনের উপুড় হয়ে পড়ে থাকা মৃত দেহের ছবি আমরা অনেকেই দেখেছি। নিশ্চিত বলা যায়, ওই বোনকে কোনো মগ বা নাসাকা হত্যা করে নাই, তাকে শাহপরীর মাঝি নামক জলদস্যুরাই হত্যা করেছে।

নয়.

২১-০৯-১৭ বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে বাংলাদেশের ঘুমধুম সীমান্ত দিয়ে রাখাইনের তমব্রু এলাকায় প্রবেশ করেন বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক। আর তিনি সন্ধ্যার আগেই সেখান থেকে ফিরে আসেন। সেখানে তিনি দুই ঘন্টা অবস্থান করে পাঁচটি পাড়া ঘুরে দেখেন। বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের নৃশংসতাতে পুড়ে যাওয়া বাড়ি-ঘরের ছবি তোলেন, ভিডিও করেন।

আর তিনি ফিরে আসার ঠিক আগেই ওই এলাকার একটি গ্রামে আগুন লাগানো হয়। তিনি বলেন, “এর আগেও আমি রাখাইনে প্রবেশের চেষ্টা করেছি। নিরাপত্তার দিক নিশ্চিত না হওয়ায় প্রবেশ করতে পারিনি। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রথম দফা চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় দফায় আমি সফল হই। নির্যাতনের মুখে ঢলের মতো রোহিঙ্গারা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসছে। আমি কক্সবাজার থেকে রিপোর্ট করছি। ইচ্ছা ছিল নির্যাতনের উৎসমূলে যাওয়ার। দেখবো কী হয়েছে সেখানে? আমি বান্দরবনের নাইখ্যংছড়ি দিয়ে প্রবেশ করি। নো-ম্যান্স ল্যান্ড পার হলেই রাখাইনের তমব্রু।

আমি ওপারে গিয়ে যত সামনের দিকে এগিয়েছি, ততই ধ্বংসের চিত্র পেয়েছি। বাড়িঘরগুলো ভাঙা। মাটির দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। আসলে ওই বাড়িগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির কারণে ছাই ও আগুনের আলামত ধুয়ে গেছে। তাই মনে হয় যেন ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে। ঘরগুলোতে লুটপাটের প্রমাণও স্পষ্ট। আসবাবপত্র পড়ে আছে। ধানের গোলা, কাপড়-চোপড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।’

পরিশিষ্ট:

আমাদের কাছে যতটুকু সংবাদ পৌঁছেছে, আমরা ততটুকুই কেবল জানতে পেরেছি। যা আমাদের সামনে হয়েছে, তাই শুধু দেখেছি; কিন্তু আমাদের পেছনে যা হচ্ছে, সে সম্পর্কে আমরা কতটুকু অবগত? আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; তোমরা কষ্টে থাকো তাতেই তাদের আনন্দ। তাদের মুখ থেকেই বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে এবং তাদের অন্তরে যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করলাম, যদি তোমরা অনুধাবন করতে পারো।” -সূরা আলে ইমরান: ১১৮

হে আল্লাহ! আমরা যেন এ সত্য অনুধাবন করতে পারি। হে আল্লাহ! আমরা যেন আমাদের শত্রুদেরকে শত্রু হিসেবে চিনতে পারি। আমীন!

আরাকানে মুসলিম নিধন: বিশ্ব মোড়লদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল ক্বাদীর

মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে চলছে নির্বিচারে মুসলিম নিধন। ১৭৮৫ সাল থেকে চলে আসছে এ গণহত্যা। এ নিয়ে বহু সময় বহু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করেছি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোন সময় কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তার ফিরিস্তিতে বহু সময় কাটবে। তবে গত ২০ আগস্ট থেকে চলমান এ নির্মম হত্যাযজ্ঞ ও তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে সামান্য ক্রিয়া লিখন হতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের কপটতাময় অবস্থান:

নিপীড়িত রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাহায্য করার প্রতি বাংলাদেশের বেশির ভাগ মুসলমানের আবেগ-অনুভূতি দেখে তাগুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেনি। ভোট ও জন সমর্থন খোয়ানোর ভয়ে তার সরকার রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয় দেওয়ার নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ এ ইস্যুটা সকল মুসলমানের নিকট পরিষ্কার। সবাই স্পষ্টত মুসলিম নিধন দেখছে। মুসলিম হিসেবে অপর মুসলিম ভাইকে সাহায্য করা একজন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এটা সকলেই জানে। তাই আগের মতো যদি রোহিঙ্গাদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। তবে তার তাগুতী তখতে কিছুটা হলেও আঁচড় লাগবে। অগত্যা রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে জায়গা দিতে বাধ্য হলো তার সরকার।

গত ১২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শেখ হাসিনা সদলবলে কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পে পৌঁছেন। উদ্দেশ্য যে তার ভিন্ন কিছু তা অন্তত এ দেশের মানুষ কিছুটা হলেও সঠিক অনুমান করেছেন।

২০ সেপ্টেম্বর এ তাগুত প্রধানমন্ত্রী জোর গলায় বলেন, "রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধ এবং নিজ দেশের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত আছে।" আরও বলেছেন, "মিয়ানমারের উপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতেই এখন তিনি নিউইয়র্কে আছেন।"

এবার আমরা একটু খেয়াল করে দেখি, বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারকে কতটুকু চাপ দিচ্ছে নাকি চাপ নিচ্ছে!? ১৮ সেপ্টেম্বর মিয়ানমারের কাছ থেকে এক লাখ টন আতপ চাল কিনবে বলে চুক্তি করে বাংলাদেশ সরকার। সোমবার খাদ্য মন্ত্রণালয়ে মিয়ানমারের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খবরটির পরবর্তী অংশ আরও ভয়াবহ বটে, "মিয়ানমারের পক্ষ থেকে ওই চালের দাম বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি চাওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ আতপ চাল কেনার ব্যাপারে রাজি হয়।" তাহলে নির্ণয়টা পাঠকের হাতেই থাকুক, বাংলাদেশ সরকার আরাকানের মুসলিম নিধনে কোন অবস্থানে আছে? এছাড়া আরাকানে যাঁরা মাজলুম জনতার স্বাধীনতার পক্ষে বর্বর বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে; সেই স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে এ সরকার মিয়ানমারকে সহায়তা করারই প্রস্তাব করেছিল।

ভারতের অবস্থান:

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাম্প্রতিক মিয়ানমার সফরে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন নিয়ে নীরব ছিলেন। দিল্লীর এ নীতি নতুন কিছু নয়। কারণ রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারত বরাবরই মিয়ানমারকে সমর্থন দিয়ে এসেছে। 'দ্য ওয়ারে'র ডিপ্লোম্যাটিক এডিটরের কথায়, "এই সমর্থন এতটাই জোরালো যে, গত পনেরো বছর ধরে ভারত কখনো সরকারিভাবে রোহিঙ্গা শব্দটা ব্যবহারই করেনি। কারণ মিয়ানমার প্রশাসনের সেটা পছন্দ নয়! আর রাখাইনের অবস্থা বা মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে যখনই মিয়ানমারের বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলো কোনো প্রস্তাব এনেছে, ভারত সব সময় তার বিরোধিতা করেছে।"

তবুও গত শনিবার ভারত রাখাইন স্টেট থেকে আসা শরণার্থীদের স্রোতে উদ্বেগ ব্যক্ত করে নতুন একটি বিবৃতি জারি করে। তবে তাতেও রোহিঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। উল্লেখ ছিল না তাদের উপর ঘটে চলা নির্যাতনেরও। সবশেষে ভারত সরকার ত্রাণ পাঠাল ১৪ সেপ্টেম্বর।

ফেসবুকে একটি বিবৃতিতে শুধু রোহিঙ্গাদেরকে সমর্থন জানানোর কারণে বিজেপি নিজের দলের এক সংখ্যালঘু নেত্রীকে বরখাস্ত করে। মিয়ানমার হলো ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানির বাজার। আরাকানে কালাদান সংযোগ প্রকল্প ও আরও নানা ক্ষেত্রে ভারতের কোটি কোটি ডলারের বিনিয়োগ আছে। তাই রোহিঙ্গাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদকরণ ভারতের জন্যও ফলপ্রসু। ২১ সেপ্টেম্বর মিয়ানমারের নৌ প্রধান নয়া দিল্লী সফর করে। এ সফরে ভারত মিয়ানমারের কাছে অস্ত্র বিক্রি এবং নৌবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবে বলে আশ্বাস দেয়। এক দিকে রোহিঙ্গাদের জন্য সামান্য উদ্বেগ প্রকাশ ও ত্রাণ পাঠানো। অন্যদিকে বার্মিজ সেনার সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সামরিক ও অস্ত্র চুক্তি। এখন ভারতকে রোহিঙ্গাদের জবাব হতে পারে, রাখ তোর ভিক্ষা আগে কুত্তা সামাল।

মিয়ানমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চীন

চীন মিয়ানমার সরকারকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে ১৪৭ বিলিয়ন ডলার দিয়ে সাহায্য করবে। মিয়ানমারে চীনা রাষ্ট্রদূত হং লিয়াং বলেন, "তারা আরাকানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মিয়ানমার সরকারকে সহযোগিতা করে যাবেন!"

মিয়ানমারের ক্ষমতা দু'ভাগে বিভক্ত– মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনী। অনেকে মনে করেন, চীনের সাথে মিয়ানমার সরকারের সাথে খুব দহরম-মহরম। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে কিছুটা বৈরী। আসলে কথাটা কতটুকু সত্য? কারণ চীনই বার্মিজ সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী। আরাকানেরর রাজধানী আকিয়াবে চীন একটি নৌ ঘাঁটি নির্মাণে মিয়ানমারকে সহায়তা করছে।
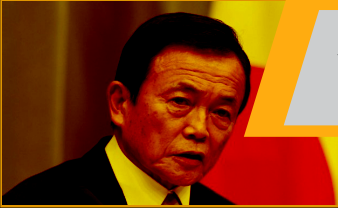
জাপানের অবস্থান:

মায়ানমারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সম্প্রতি জাপানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে একটি বৈঠকে মিলিত হন। জাপান উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাওরি বলেন, "মিয়ানমারকে সকল ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার যে নীতি রয়েছে জাপানের, তার কোনো পরিবর্তন হবে না। রাখাইন রাজ্যের ঘটনাবলী নিয়ে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সভায় আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। মিয়ানমারের বন্ধু দেশ হিসেবে জাপান এ কঠিন সমস্যার সময়ে তাদের পাশে থাকবে বলেন আইওয়া হওরি।" সহযোগিতা স্বরূপ জাপান মিয়ানমারকে ১ মিলিয়ন ডলার দেবে।

রাশিয়া ও মিয়ানমার:

রাশিয়া মিয়ানমার বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র। সন্দেহ নেই এ ইস্যুতেও তাদের সে বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। আরাকানে ভয়াবহতম নির্যাতন সত্ত্বেও রাশিয়া এ ইস্যুকে মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে আখ্যা দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাহিরের কোনো দেশের হস্তক্ষেপের বিরোধী অবস্থানে আছে তারা। মিয়ানমারে অস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে চীনের পর রাশিয়ার অবস্থান। রাশিয়া মিয়ানমারকে একটি পারমাণবিক চুল্লি তৈরিতে সাহায্য করছে এবং তার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রোহিঙ্গা হত্যা বন্ধ করার ব্যাপারে (নাটকীয়) আলোচনা উঠেছিল, তখন চীন ও রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করে আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র:

মানবতার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাষ্ট্র (!) রোহিঙ্গা ইস্যুতে একটি বিবৃতিও দেয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে দু'একজন সিনেটর এ বিষয়ে কথা বললেও ট্রাম্প মানবতার তরে কিছু করবে তো দূরে থাক, একটু কথা বলতেও সময় পায়নি। রয়টার্সের সাংবাদিক মিশেল নিকোলসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা জানান, সভাস্থল ছাড়ার পর ট্রাম্পকে তিনি কয়েক মিনিটের জন্য থামান। এ সময় ট্রাম্প বাংলাদেশের খবর জানতে চান। শেখ হাসিনা বলেন, "বাংলাদেশ খুব ভালো অবস্থায় আছে। তবে আমাদের একমাত্র সমস্যা মিয়ানমার থেকে আসা শরণার্থীরা। কিন্তু ট্রাম্প শরণার্থীদের নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।"

অথচ কিছু মানুষ তাদেরকে মানবতার রক্ষক বলে দাবি করে। এখন কোথায় গেল তাদের মানবতার মৌলিক অধিকার রক্ষার আকর্ষণীয় ইশতেহার?

মূলত যুক্তরাষ্ট্র হয়তো রোহিঙ্গা মুসলিমদের পক্ষে কোনো কিছু করতে চাইছে না, কারণ তারা মুসলিম; নতুবা নতুন করে রোহিঙ্গা ইস্যুকে মুসলিম জাগরণের বিরুদ্ধে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে সম্পর্কে নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করছে।

বার্মিজদের আত্মার বাঁধন ইসরাইল:

ইসরাইল মিয়ানমারের সামরিক আদান-প্রদান অনেক পুরোনো। সম্ভবত তা পঞ্চাশের দশকে শুরু হয়। এখনো সে সম্পর্কে এতটুকু চিড় ধরেনি; বরং বলা যায় দিন দিন এ সম্পর্ক অটুট ও প্রগাঢ় হচ্ছে। মিয়ানমারের ছাত্র ও সেনা অফিসারদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়মিত ইসরাইলে পাঠানো হয়। বর্তমানে রোহিঙ্গাদের উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে গণহত্যা ও জাতিগত নিধন চালানো মিয়ানমার সরকার ও মিলিটারিকে এখনো অস্ত্র বিক্রি করে যাচ্ছে ইসরাইল। তারা মিয়ানমার সৈন্যদেরকে হাতে-কলমে গণহত্যার পাঠ পড়াচ্ছে। ওয়াশিংটন পোস্টের মতে, ইসরাইলের কাছ থেকেও ব্যাপক পরিমাণ অস্ত্র কেনে মিয়ানমার। তবে এ লেনদেনের প্রকৃত পরিমাণ গোপন রাখা হয়।

আরাকানের উপর এ বছর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। ফ্রান্সিস ওয়াদে লিখিত "মিয়ানমারস এনিমি উইদিন"। বইটির একটি অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, কীভাবে মিয়ানমারের দাগি অপরাধীদের জেল থেকে ছেড়ে পরিত্যাগকৃত রোহিঙ্গা ভূমিতে আবাদ করতে দেওয়া হচ্ছে। এক দিকে রোহিঙ্গা বিতাড়ন অন্য দিকে বহিরাগত বর্মীদের বসতায়ন ইসরাইলের কৌশল।

রাষ্ট্রপুঞ্জ জাতিসংঘ:

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের বিচার করতে অস্বীকৃতি: আরকান ন্যাশনাল রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে রোহিঙ্গা ইনটেলেকচ্যুয়াল কমিউনিটি এসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়া ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নিতে আইসিসির কাছে আবেদন করে। পরে বিশ্ব ব্যাপী রোহিঙ্গা কমিউনিটির সহায়তায় গত আগস্ট মাসে পুনরায় এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে আবেদন জানায়। আগস্ট মাসেই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি) জানিয়ে দেয়, এটি তাদের এখতিয়ারের বাহিরের বিষয়।

নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের একদিন আগেই জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান বলেছেন, জাতিগত শুদ্ধি অভিযান বলতে যা বোঝায়, রোহিঙ্গাদের উপর মিয়ানমারের সেনাদের আক্রমণে ঠিক তাই ঘটছে। তবে নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতাধারী স্থায়ী সদস্যদের অন্যতম চীন ইতোমধ্যেই বলে দিয়েছে যে, তারা মিয়ানমারের সরকারের (তাদের ভাষায়) শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার পদক্ষেপকে পুরোপুরি সমর্থন করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘ ভাষণ: প্রধানমন্ত্রীর বহুল প্রতীক্ষিত বক্তৃতার সময় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বেশির ভাগ আসন ফাঁকা ছিল। বিষয়টি এতই গুরুত্বহীন ছিল যে বিশ্ব মোড়লরা তা শোনারই প্রয়োজন মনে করেনি!!

জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস: জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস রোহিঙ্গাদেরকে অন্তত স্বাধীন ঘোরাফেরার অধিকার বা কাজের সুযোগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার দাবি তুলেছেন! এ দাবি অবশ্য দাবি হয়েই পড়ে থাকবে। কারণ এ মহাসচিব মহা!! সচিব বটে; তবে কার্যত মোড়লবাজদেরই অনুগামী।

নিরাপত্তা পরিষদ: গত ২৮ সেপ্টেম্বর মিয়ানমার ইস্যুতে প্রকাশ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়। মিয়ানমার জাতিগত এ নিধনকে অস্বীকার করে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য এ নিধন বন্ধের দাবি জানায়। চীন এবং রাশিয়া মিয়ানমারের এ সন্ত্রাসকে অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্থন দেয়। অবশেষে কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব ব্যতীতই তাদের এ নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরিশিষ্ট:

মিয়ানমার ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব পরিমণ্ডল সব ক্ষেত্রে একটি মেরুকরণ। সকলের সাথে মিয়ানমারের সাহায্য-সহযোগিতা, চুক্তি-ভক্তি চলে আসছে, চলছে এবং চলতে থাকবে। আরাকানের মুসলিম নিধনে সকলেই সাহায্য করছে। কেউ এ থেকে বিরত নেই। কেউ অস্ত্র দিয়ে আর কেউ অর্থ দিয়ে, কেউবা দিচ্ছে মৌন সমর্থন। সংখ্যালঘুদের রক্ষার স্লোগান মানবতার ধ্বজাধারীদের মুখে সব সময়ই শোনা যায়। কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে একটি নীতি বরাবরই প্রয়োগ হয়েছে, "সংখ্যালঘুদের রক্ষা অবশ্য কর্তব্য। তবে উক্ত নীতি বাক্যটি শর্ত প্রযোজ্য। শর্তটি হলো, সংখ্যালঘু মুসলিম হতে পারবে না।"

এতসব কর্মকাণ্ড, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের মর্মকথাটি পরিষ্কার হয়ে যায়- الكفر ملة واحدة "মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেররা এক ও অভিন্ন।" আর আরাকানের হাজার হাজার মুসলিম নিধন, লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে ঘর ছাড়া করার কারণ আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন–

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

"তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।" -সূরা হাজ্জ: ৪০

মিয়ানমারে মুসলিম হত্যার হোতারা নিজ মুখেই এ ব্যাপারটি স্বীকার করে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, রোহিঙ্গা মুসলিম নিধনে বিশ্ব মোড়লদের বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। যারা আশা করছে, জাতিসংঘ সহ বিশ্ব মানবাধিকারের ধ্বজাধারীরা আরাকানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে; তাদের এ আশা কেবল আশা হয়েই থাকবে। বস্তুত এরা পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ'র সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে যেমন অজ্ঞ, বাস্তবতা সম্পর্কেও তেমনি বেখবর।

আত্মমর্যাদাবান চিন্তাশীল ভাইদের নিকট প্রশ্ন

হে ভাই!

ঐ চেয়ে দেখো– নাফ নদের ওপারে, আজও আরাকান জুড়ে মাজলুম মুসলিমদের রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। হে ভাই! ঐ শোনো– তোমার মায়ের আত্মচিৎকার আর তোমার ধর্ষিতা বোনের আহাজারি? এখনো তারা তোমার পথ চেয়ে আছে। কবে আসবে আমার ছেলে? কবে আসবে আমার ভাই?

হে ভাই! তুমি কি শোনছো না তোমার মা-বোনের এ করুণ আর্তনাদ? তবে কি তুমি বধির হয়ে গেছো? নাকি নিজের আত্মমগ্নতায় না শোনারই ভান করছো? হে ভাই! তোমার চক্ষু কি অন্ধ হয়ে গেছে? নাকি নিজের ব্যস্ততায় তুমি না দেখারই ভান করছো? তোমার অন্তর কি পাথরের চেয়েও কঠিন হয়ে গেছে? তোমার হৃদয় কি মরে গেছে? আরে! পাথরও তো কখনো কখনো কাঁদে। তার বুক চিরে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। তাহলে কেন তোমার অন্তর বিগলিত হয় না? কেন তোমার চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয় না? কেন তুমি আজও মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাতে ছুটে আসছো না?

হে ভাই! একজন প্রতিবন্ধীর সামনে যদি কেউ তার মাকে ধর্ষণ করে, সে প্রতিবন্ধী হয়েও সর্বশক্তি দিয়ে নরপশু থেকে তার মাকে রক্ষার চেষ্টা করে; কিন্তু তুমি কি আজ প্রতিবন্ধীর চেয়েও অক্ষম হয়ে গেছো? হ্যাঁ, আমি বলবো– সত্যিই তুমি অক্ষম। কারণ, শারীরিকভাবে যে প্রতিবন্ধী; সে মূলত প্রতিবন্ধী নয়; বরং বুদ্ধি প্রতিবন্ধীই আসল প্রতিবন্ধী।

ওরা তোমার মাকে হত্যা করছে, তোমার বোনের ইজ্জত নিয়ে খেলা করছে, আর তুমি কিনা এখনো বাহানা খুঁজছো? আর কতজন মা প্রাণ দিলে তোমার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠবে? আর কত বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হলে তোমার জেগে উঠার সময় হবে?

ভাই! তুমি কার অপেক্ষায় রয়েছো? তোমার মাকে রক্ষার জন্য তোমাকেই ছুটে যেতে হবে। ওরা তোমার মাকে ধর্ষণ করছে, তোমার বাবাকে হত্যা করছে আর এদিকে তুমি কোন আলেমের ফতোয়ার অপেক্ষায় রয়েছো?
তোমার ভাই মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর তুমি এখনো ফতোয়া তালাশ করছো– "আমি কি আমার ভাইকে সাহায্য করতে যাবো?? আমার বোনকে আগুন থেকে উদ্ধার করতে পারবো??"

তুমি কি নামধারী কোনো মুসলিম শাসকের অপেক্ষায় রয়েছো?? তাহলে শোনো! তারা কখনো তোমার মা-বোনকে রক্ষার জন্য ছুটে আসবে না। মুসলিমদের সমর্থন অর্জন, ভোট সংগ্রহ আর স্বার্থ হাসিলের জন্যই সর্বোচ্চ তারা কিছু ত্রাণ পাঠাবে আর ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে যাবে। হে ভাই! তোমাকেই হতে হবে প্রকৃত সাহায্যকারী, মুজাহিদ, তোমাকেই হতে হবে তারেক বিন যিয়াদ, সালাউদ্দিন আইয়ুবী আর মুহাম্মদ বিন কাসিম।

তোমার পথ চেয়ে আছি
তোমার ভাই
আব্দুল্লাহ

আমরা যদি প্রশিক্ষিত থাকতাম!

উম্মাহর এ করুণ অবস্থা দেখতে হতো না...

[সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরামগণের খেদমতে জনৈক তালিবে ইলম-এর একখানা পত্র]

আস-সালামু আলাইকুম!

সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরাম! বহুদূর থেকে আপনাদের খেদমতে একখানা পত্র লিখলাম। আশা করি, অধমের লেখা এ পত্রে একবার হলেও নজর বুলাবেন। আর উম্মাহর দরদে অধমের কথাগুলো সত্য মনে হলে আমাদের নিয়ে একটু ভাববেন।

আরাকানে আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের সাথে বর্তমানে যা ঘটে চলছে, তা আজ মুসলিম উম্মাহর কারো অজানা নয়। বর্বর বৌদ্ধদের হাতে মুসলিম হত্যাযজ্ঞের ছবি কিংবা ভিডিও চিত্রগুলো দেখে অশ্রুসিক্ত হয়ে অন্তর বিগলিত হয়নি, অন্তত দ্বীনদরদী মুসলিমদের মাঝে এমন লোক হয়তো একেবারে নেই। মুসলিমরা আজ অন্তর থেকে বৌদ্ধ জালিমদের ধ্বংসের জন্য বদ দুআ করে যাচ্ছেন। সূচির নির্মম পরিণতি দেখার অপেক্ষা করছেন। কিন্তু অধমের প্রশ্ন হলো, এসব জালিমদের ধ্বংস করার পথ কী? আর আমরা কোন পথে হাঁটছি?

সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরাম! আমি একজন মুসলিম হিসেবে মাজলুম উম্মাহর দরদে আরাকানের চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে থাকি। আর যেহেতু আমি একজন তালিবে ইলম; তাই এ বিষয়টিও জানার চেষ্টা করি যে, আরাকানের উলামায়ে কেরাম, তালিবে ইলম এবং সেখানকার দ্বীনী মারকাজগুলোর কী হালাত চলছে? সেখানে কি আজও তালীম-তায়াল্লুম জারি আছে?

অনুসন্ধানে জানতে পারলাম, বর্তমান আরাকানে ওখানকার উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসার শিক্ষার্থীদেরকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। দ্বীনদার লোকদেরকে দেখা মাত্রই হিংস্র বৌদ্ধরা গুলি করে মারছে। মাসজিদ-মাদরাসাসমূহে ওরা পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। পবিত্র কুরআন শরীফ ও মাদরাসার কিতাবাদিও পুড়িয়ে ফেলছে। নিরস্ত্র আলেম-উলামা আর তালিবে ইলমরা এসব কেবল চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছেন না। অল্প কিছু অস্ত্রধারী বৌদ্ধ সন্ত্রাসীর হাতে প্রাণ হারাচ্ছে, তাদের থেকেও সংখ্যায় কয়েক গুণ বেশি নিরস্ত্র মুসলমান।

আর আপনারা নিশ্চয়ই এটাও অবগত আছেন, বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা মুহাজিরদের মাঝে অনেক আলেম-উলামা ও তালিবে ইলম ভাইয়েরা রয়েছেন। আজ তারা নিরস্ত্র ও দুর্বল-শক্তিহীন হওয়ার কারণেই নিজেদের প্রিয় দ্বীনী মারকাজগুলো ছেড়ে এ দেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। বহু কষ্ট-পরিশ্রম ব্যয় করে যেসব মাসজিদ-মাদরাসা তারা গড়েছেন, জীবনের বেশির ভাগ সময় যেখানে ইলম শেখা-শেখানোর জন্য কাটিয়েছেন; বর্তমানে তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার নিরস্ত্র মুরীদ এবং তাদের পীর-মাশায়েখগণ আজ কে কোথায় আছেন? একে অপরের কোনো খোঁজ-খবরই তারা জানেন

না। সবাই নিজেকে বাঁচানোর চিন্তায় মশগুল।

সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরাম! আরাকানের এ কঠিন পরি-স্থিতি দেখে আজ খুব শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। অদূর ভবিষ্যতে যখন মোদি-হাসিনা জোট বাংলাদেশে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার মানসে সম্মিলিতভাবে হামলা শুরু করবে, তখন আমাদের প্রিয় দ্বীনী মারকাজগুলোর কী অবস্থা হবে? মাদরাসার একেকটি ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ জোগাড়ে আমাদের কতই না কষ্ট করতে হয়েছে! আপনাদের কত যে চিন্তা-ফিকির ব্যয় হয়েছে! অথচ, এ মাদরাসাগুলোর প্রতিরক্ষার জন্য আমরা তেমন ফিকিরই করছি না। ফিকির করছি না নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যাপারেও। আমাদের তিন দিকেই ভারতের সীমান্ত। আমাদের উপরও যখন মোদি-হাসিনারা হামলা শুরু করবে, তখন আমরা কোথায় পালাবো? আমরা যেভাবে জিহাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র চালনাকে অবজ্ঞা করে চলছি, নিরস্ত্র হয়ে জীবনযাপন করছি। আমাদের এমন দুর্বল হয়ে থাকা কি নিজেদের জন্যই ধ্বংস ডেকে আনা নয়?

সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরাম! আরাকানের মুসলিম মা-বোনেরা আজ নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। বৌদ্ধ পশুদের দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে। অত্যাচারিত এসব মুসলিমকে জালিমের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য কি আমাদের উপর জিহাদ ফরয নয়? যদি ফরয হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কি তাদের পাশে ছুটে যেতে পেরেছি? পারি নাই। কারণ জিহাদের কোনো প্রশিক্ষণই আমরা গ্রহণ করেনি। কখনো অস্ত্র পর্যন্ত ধরে দেখিনি। নির্যাতিত আরাকানীরা যেমন নিরস্ত্র, আমরাও তেমন নিরস্ত্র। এ জন্যই আমাদের মিছিল-মিটিং, লংমার্চ ইত্যাদি আন্দোলন-কর্মসূ-চিকে বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা কোনো তোয়াক্কাই করছে না। আমরা যদি সমস্ত নিরস্ত্র বাংলাদেশী মুসলমান মিলেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে লংমার্চ করি, মহাসমাবেশ আর বৃহৎ মিছিল প্রদর্শন করি; তবুও জালিম সন্ত্রাসীরা একটুও ভয় পাবে না। কারণ, তারা ভালো করেই জানে, আমাদের মতো নিরস্ত্র লোকদের দ্বারা তাদের কোনো ক্ষতি সাধিত হবে না। আর সমস্ত কাফের-মুশরিক এটাই চায় যে, আমরা অস্ত্র-শস্ত্র থেকে গাফেল থাকি; যাতে তারা আমাদের সহজে নিধন করতে পারে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন–

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

"কাফেররা কামনা করে, তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা অতর্কিতে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।" [সূরা নিসা: ১০২]

আর আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতের শেষাংশে বলেছেন–

وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

"কিন্তু তোমরা আত্মরক্ষার সামগ্রী সঙ্গে গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

তাই সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরাম! বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করে এবার অন্তত আমাদের দ্বীনী বিদ্যাপীঠগুলোতে সশস্ত্র শক্তি অর্জনের ছবক শুরু করা হবে, এমনই আশা রাখি। আজ আমরা তালিবে ইলমরা বারবার এ আক্ষেপই করছি– আমরা যদি আরও আগ থেকে প্রশিক্ষিত থাকতাম!

আল্লাহ তাআলা তো আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আদেশ করেছেন–

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

"(হে মুমিনগণ!) তোমরা তাদের মোকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত করো। যা দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখবে আল্লাহর শত্রু, তোমাদের শত্রু ও তাদের ছাড়া অন্যান্যদেরকে, যাদেরকে তোমরা জানো না, কিন্তু আল্লাহ জানেন।" [সূরা আনফাল: ৬০]

আমরা যদি আরও পূর্ব থেকেই এসব আয়াতের উপর আমল করতাম! তাহলে মাজলুম উম্মাহর এমন অবমাননাকর অবস্থা আমাদের দেখতে হতো না। বিশেষ করে আমাদের আরাকানী মুসলিম ভাই-বোনদের এতটা নির্মম নির্যাতন সইতে হতো না। শোনতে হতো না এত ধর্ষিতা বোনের করুণ আর্তনাদ।

আজ বারবার তিলাওয়াত করতে ইচ্ছে করছে, কুরআনের সেই আয়াতগুলো– আমাদের মাদরাসাসমূহে যেসব আয়াতের আলোচনা খুব কমই হয়ে থাকে; অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে এ আয়াতগুলোই আমাদের অনেক অনেক ভাবিয়ে তুলছে। পরিশেষে আমরা আপনাদের নেক দুআ কামনা করছি। আশা রাখি, আমাদের নিয়ে একটু ভাববেন।

ইতি

আপনাদের ছাত্র

আব্দুল্লাহ ইবরাহীম

প্রিয় বোন! আর কতকাল তুমি মরীচিকার পেছনে ছুটবে?

| ইউসুফ আযীয

প্রিয় বোন! এ পৃথিবীর মেকি সৌন্দর্য ও চাকচিক্যে তুমি ডুবে যেও না। মনে রেখো, এ সব সৌন্দর্যের পেছনে লুকিয়ে আছে কদর্যতা। এ সব চাকচিক্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে অনেক নোংরামি। এ দুনিয়া স্রেফ এক মায়া-মরীচিকা। এর পেছনে যারাই ছুটবে, দুনিয়া তাদের কিছুই দিতে পারবে না। এ জীবন খেল-তামাশার নয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেরই অনেক মূল্য রয়েছে। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়ে তুমি যদি অনন্ত আখিরাতের কথা ভুলে যাও, ভুলে যাও তোমার সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য; তাহলে পরকালে দুঃখের অন্ত থাকবে না। তখন দুঃখ করে কোনো লাভ হবে না। জীবনটাকে যদি আমোদ-প্রমোদ, হেলায়-খেলায় না কাটিয়ে আল্লাহর জন্য ব্যয় করতে পারো; তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এর উত্তম প্রতিদানম দেবেন। তাই বলছি, হে বোন! জীবনটা নিয়ে একটু ভেবে দেখো।

এই যে তোমার শরীর, রূপ, সৌন্দর্য, লাবণ্য– তা কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। একদিন তোমার এ সৌন্দর্যে ভাটা পড়বে। ত্বকে ভাঁজ পড়বে। রূপ-লাবণ্য বিলীন হবে। তুমি একটু ভাবো তো তোমার দাদী-নানীর কথা। ডজনে ডজন বিশ্ব সুন্দরীর কথা। তারাও তো এক সময় লাবণ্যময় রূপবতী ছিল; কিন্তু তাদের সেই সৌন্দর্য, রূপ-লাবণ্য আজ কোথায়? কিছুই নেই। নশ্বর পৃথিবীর চিরন্তন সত্যের কাছে তাদের হার মানতে হয়েছে।

আজকে আমাদের সমাজে এমন অনেক বোন আছে; যাদের চাল-চলন, কথা-বার্তা, উঠা-বসা দেখলে মনে হয় দুনিয়ার রঙ্গিন নেশায় তারা একেবারে বুঁদ হয়ে আছে। এক ওয়াক্ত নামায পড়ার সময় তাদের হয় না; কিন্তু হিন্দী সিরিয়াল, নাটক-সিনেমা, ও মোবাইল ফোনে অযথা সময় ব্যয় করতে তাদের কোনো কষ্ট হয় না। সামান্য সময় আল্লাহর কালাম পড়ার মতো সময় তাদের হয় না; কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা ফেসবুক, ইমুতে বাজে আড্ডায় সময়ের অপব্যয় করতে তাদের কোনো কষ্ট হয় না। তাই বলছি, একটু ভাবো। এখনো ভাবার সময় আছে।

আচ্ছা বোন! তুমি কি একবারও ভেবে দেখেছো, যারা তোমাকে স্বাধীনতার কথা বলে, উন্নতি-অগ্রগতির কথা বলে, নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলে; তাদের মূল উদ্দেশ্য কী? মূলত তুমি এ সব ভাবো না। ভাবার মতো ফুরসতও তোমার নেই। ওদের রং ছড়ানো কথায়, ওদের মুখরোচক শ্লোগানে; তুমি বিমুগ্ধ হয়ে গেছো। ওদের আকর্ষণীয়

অফারগুলো তোমার চোখের সামনে পর্দা টেনে দিয়েছে। তাই তুমি এখন বিবেকশূন্য, তুমি ভাবতে পারো না। তুমি এখন দৃষ্টিহীন, তুমি দেখতে পারো না।

নারী স্বাধীনতার কথা বলে ওরা তোমাকে ঘর থেকে বের করছে। ওদের বিকৃত বাসনা মেটানোর জন্য ওরা পথ করে নিচ্ছে। তোমার সুখের সংসারে ওরা আগুন জ্বালাচ্ছে। তোমার স্বামীর কাছে তোমাকে বিশ্বাসঘাতক করে তুলছে। আর এভাবেই তোমার জীবনের সাজানো সুন্দর স্বপ্নগুলো একসময় ভেঙে যায়। মূলত ওরা কিন্তু এটাই চায়। ওরা চায় নারীরা ওদের বিকৃত মানসিকতার জন্য সস্তা হয়ে উঠুক। তাই তো ওদের এতো কৌশল অবলম্বন। কিন্তু উপরে উপরে ওরা তোমাকে বোঝাবে উন্নতির কথা, অগ্রগতির কথা। স্বাধীনতার কথা।

প্রিয় বোন! ইসলাম নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছে। পুরুষ থাকবে বাহিরে। বাহিরের সকল কাজ সে আঞ্জাম দেবে। আর নারী থাকবে ঘরে। ঘরের কাজগুলো সে আঞ্জাম দেবে। সংসারের উন্নতি-অগ্রগতি, সন্তানের দেখাশোনা সহ ঘরের যাবতীয় দায়িত্ব নারীর। এটা কোনো ধর্মান্ধতা কিংবা নারীর চার দেয়ালে বন্দী হওয়া নয়। এতেই রয়েছে নারীর প্রকৃত অধিকার, উন্নয়ন, সুখ ও ক্ষমতায়ন। এর বিপরীত করে নারী যখন বাহিরে যাবে, পর পুরুষের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করবে, তখনই ঘটবে যতসব বিপত্তি।

হে বোন! পর্দাব্যবস্থা ও বোরকাকে তুমি মনে করছো গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা ও নারীর অধিকার হরণ! আসলে তুমি ভুল করছো। নারীর প্রকৃত অধিকার কিন্তু এরই মধ্যে রয়েছে; কিন্তু তুমি বোঝো না। একজন নারীকে পর্দাব্যবস্থা নিরাপদে রাখতে পারে। তাকে সংরক্ষণ করতে পারে। পূর্ণাঙ্গ পর্দা অনুসরণ করে, বোরকা পরে একটি মেয়ে পথ চললে তাকে দেখে কোনো বখাটে শিস দেবে না। অশ্লীল মন্তব্য করবে না; বরং সম্মান করবে। শুধু বোরকা পরলেই চলবে না। বোরকাটাও তোমার এমন হতে হবে, যা সত্যিকারার্থে তোমার পর্দা রক্ষা করে। কেবল নামকে ওয়াস্তে কিংবা ফ্যাশনের জন্য কিন্তু বোরকা পরো না। পরতে হবে আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য। তুমি কি কখনো দেখেছো বা শুনেছো, পূর্ণাঙ্গ পর্দা মেনে চলা একটি মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে? অথবা বখাটেরা তাকে উত্যক্ত করেছে? তুমি তোমার আশপাশের পরিমণ্ডলেই তাকিয়ে দেখো। বিষয়টি তোমার কাছে পরিষ্কার হবে।

প্রিয় বোন! আজ পাশ্চত্যের নারীদের মতো তোমাদের পরিধানও ছোট হয়ে আসছে। তোমরাও তাদের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছো। তোমার শরীর, তোমার সৌন্দর্য তো কেবল একজনের জন্য। সে হলো তোমার স্বামী। একজন সতী নারী তার শরীর, সৌন্দর্য কেবল স্বামীর কাছেই সঁপে দিয়ে তৃপ্তিবোধ করে। আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু তুমি দেখো, লোভনীয় 'অফার'-এ তোমার সেই সৌন্দর্যকে আজ বিজ্ঞাপনের মডেল বানানো হচ্ছে। তোমাকে করা হচ্ছে বাজারের পণ্য। তোমাকে অর্ধ উলঙ্গ করে প্রকাশ করা হচ্ছে। তুমি কি একটি বারের জন্যও ভেবে দেখেছো, নারী কি এতটাই সস্তা যে, তার সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে, তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে ব্যবসার পণ্য চাঙ্গা করতে হবে? বাজারে এমন একটি পণ্য দেখাও, যা চাঙ্গা করার জন্য তোমার সৌন্দর্য বিলাতে হয় না?

তাই বোন! নির্জনে একটু ভাবো। ভাবতে শেখো। তুমি কোনো সস্তা পণ্য নও। তুমি কোনো পণ্যের মডেল নও। তুমি ওই কদর্য মানুষগুলোর বিলাসিতার উপকরণ নও। তোমার রূপ-লাবণ্য এভাবে তুচ্ছ করার জন্য নয়। তোমার সৌন্দর্য বাজারে বিকানোর জন্য নয়।

প্রিয় বোন! যেখানে আজ ইরাক, সিরিয়া, কাশ্মীর, আফগান, আরাকান সহ সমগ্র বিশ্বে মুসলমানরা রক্তস্রোতে ভাসছে, সেখানে কিভাবে তুমি নিজের রূপচর্চা নিয়ে মত্ত হয়ে পড়েছো? যেখানে আজ তোমার চোখের সামনেই আরাকানের হাজার হাজার বোন ধর্ষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে, সেখানে কিভাবে তুমি নিজেকে প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় সস্তা পণ্য বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছো? যেখানে আজ সিরিয়ার বোনেরা নিজেদের ভাইদের রক্ষার্থে অস্ত্র হাতে নিয়েছে, সেখানে কিভাবে তুমি ইন্টারনেটে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে চ্যাট করে সময় পার করছো? যেখানে কাশ্মীরে দৈনিক আমাদের ভাইদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে, সেখানে কিভাবে তুমি ইন্ডিয়ান মুভি-নাটক দেখে দেখে দিন পার করছো?

তাই বলছি, তুমি তোমার পথ চেনো। চেনার চেষ্টা করো। আল্লাহ তাআলা তোমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন। ভাল-মন্দ যাচাই-বাছাই করার যোগ্যতা দিয়েছেন। তুমি বোঝো, কোন পথ তোমার জন্য ভালো, আর কোন পথ তোমার জন্য খারাপ। কিসের নেশায় তুমি ছুটছো? তোমার ছোটার শেষ কোথায়? যে যৌবনকে নিয়ে তোমার এত গর্ব-অহংকার, যে যৌবন নিয়ে তুমি পাপের পসরা সাজিয়ে বসেছো, তা তোমাকে শেষ পর্যন্ত কী দেবে? মরুর মরীচিকার মতো তোমাকে ধোঁকা দেবে না তো?

প্রিয় বোন! তোমার অনেক মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। তুমি একজন মা। তুমি একজন বোন। তুমি একজন স্ত্রী। সর্বোপরি, তুমি আল্লাহ তাআলার একটি শ্রেষ্ঠ নেয়ামত একজন নারী। তুমিই হলে দিগ্বিজয়ী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, তারেক বিন যিয়াদ, মুহাম্মাদ বিন কাসিম, আবদুল্লাহ আযযাম, মোল্লা মুহাম্মাদ উমর, উসামা বিন লাদেনের মতো বীর মুজাহিদীনের মা। তোমার গর্ভেও জন্ম হতে পারে ইতিহাস খ্যাত বীরদের মতো সন্তান। তুমিও হতে পারো একজন শহীদের স্ত্রী অথবা মা। আল্লাহ তোমাকে একজন শহীদের স্ত্রী, একজন শহীদের মা হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!